# ইউনিট ৪
# শিক্ষার্থীর ভাষায় পারদর্শিতা উন্নয়ন অগ্রগতি ও পারদর্শিতার মূল্যায়ন

**অধিবেশন ১ : বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রবণতা-২**

**অধিবেশন ২ : ভাষার শোনা ও বলা দক্ষতার মূল্যায়ন**

**অধিবেশন ৩ : ভাষার পড়া ও লেখা দক্ষতার মূল্যায়ন**

**অধিবেশন ৪ : বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন : গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ**

**অধিবেশন ৫ : বাংলা উপন্যাস, নাটক, রম্যরচনার বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন**

**অধিবেশন ৬ : বাংলা শিখনের বিভিন্ন পর্যায়ে ধারাবাহিক, চূড়ান্ত ও নির্ণায়ক মূল্যায়ন**

**অধিবেশন ৭ : ব্লুমর ট্যাক্সোনমি অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণয়ন**

**অধিবেশন ৮ : বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই : রেকর্ড সংরক্ষণ**

**ইউনিট ৪** **অধিবেশন ১**

# বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রবণতা-২

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনার নিশ্চয় মনে আছে বিএড প্রোগ্রামের প্রথম সিমেস্টারের বাংলা শিক্ষণ মডিউল-১ এ আমরা 'বাংলা সাহিত্যের সম্প্রতিক প্রবণতা-১' অধিবেশনে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার পরিসর, পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। সে অধিবেশনে আমরা ত্রিশোত্তর বাংলা সাহিত্য থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন পরবর্তী দশক পর্যন্ত সাহিত্যের প্রকৃতি ও প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এ অধিবেশনে আমরা এর পরবর্তী সময়ের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব।

## উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য-২ এর পরিসর সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য-২ এর পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য-২ এর প্রবণতা ও প্রধান প্রধান সাহিত্যকর্মের নাম বলতে পারবেন।

## পর্বসমূহ

### পর্ব-ক : সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য-২ এর পরিসর

আমরা জানি, বিচিত্র বিবেচনায় সাহিত্যের কাল বিভাজন হতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিবেচ্য বিষয় হতে পারে –

- রাজনৈতিক ঘটনাবলী
- অর্থনৈতিক পরিবর্তন
- সাহিত্যের কোনো বিশেষ আন্দোলনের বিবেচনায়
- সাহিত্যের কোনো উল্লেখযোগ্য কর্মের বিবেচনায়
- সাহিত্যের কোনো পালাবদলের ঘটনা বিবেচনায়
- শতাব্দী হিসেবে
- দশক হিসেবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন সকল বিবেচনায়ই একটি মহৎ বিবেচ্য বিষয়। এই আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সাহিত্যের লক্ষযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এ বিবেচনায় আমরা অধিবেশনের কালপর্ব বা পরিসর হিসেবে ৭০ ও পরবর্তী সাহিত্যকে বিবেচনায় আনতে পারি।

## পর্ব-খ : সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য-২ এর পরিপ্রেক্ষিত

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ কোনো হঠাৎ ঘটনা নয়। এর রয়েছে পশ্চাৎ ও পটভূমি। এ পটভূমির মধ্যে যে সকল ঘটনাকে আমরা উল্লেখ করতে পারি সেগুলো হল –

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

১৯৬৬ সালের ছয় দফা

১৯৬৮ সালের ছাত্রদের ১১ দফা

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

এ ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিকে রচিত হয়েছিল উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে–

মুনীর চৌধুরী - 'কবর' (নাটক)

সিকান্দার আবু জাফর - 'বাংলা ছাড়' শীর্ষক কবিতা

শামসুর রাহমান - 'আসাদের শার্ট' শীর্ষক কবিতা

শওকত ওসমান - 'ক্রীতদাসের হাসি' নাটক

## পর্ব-গ : সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য-২ এর প্রবণতা ও কর্ম

বিগত শতাব্দীর ৭০ এর দশক থেকে নবক্ষইয়ের দশক পর্যন্ত তিন দশকের সাহিত্যের মূল প্রবণতা ও উল্লেখযোগ্য কর্মসমূহ নিম্নের ছকে তুলে ধরা হল–

| দশক | প্রবণতাসমূহ | উল্লেখযোগ্য কর্ম |
|---|---|---|
| সত্তরের দশক | ▪ স্বাধীনতা লাভের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস<br>▪ স্বপ্নভঙ্গের বেদনা<br>▪ ক্রোধ ও হতাশা<br>▪ রাজনীতি প্রসঙ্গ<br>▪ শ্লোগানধর্মিতা<br>▪ আর্তি | বন্দী শিবির থেকে/ শামসুর রাহমান<br>যখন উদ্যত সঙ্গীন/ হাসান হাফিজুর রহমান<br>শোণিতে সমুদ্রপাত/ মুহম্মদ নূরুল হুদা<br>প্রেমাংশুর রক্ত চাই/ নির্মলেন্দু গুণ<br>পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়/ সৈয়দ শামসুল হক<br>১৯৭১ / হুমায়ুন আহমদ<br>জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন/ সেলিম আল দীন |

| | | |
|---|---|---|
| আশির দশক | ▪ নিরীক্ষাধর্মিতা<br>▪ আত্মকেন্দ্রিকতা<br>▪ মননশীলতা<br>▪ পরাবাস্তবতা | জীবনের সমান চুমুক/ খোন্দকার আশরাফ হোসেন<br>শিকার যাত্রার আয়োজন / খালেদ হোসাইন<br>ওড়ে ঘুম ওড়ে গাঙচিল/ ফরিদ কবির<br>পাখি তীর্থদিনে/ মাসুদ খান<br>উড়ুক্কু/ নাসরিন জাহান |
| নব্বইয়ের দশক | ▪ আত্মকেন্দ্রিকতা<br>▪ মিথ ও ঐতিহ্যপ্রিয়তা<br>▪ অস্তিত্বের সংকট<br>▪ দুঃখ ও বেদনাবোধ<br>▪ নিরীক্ষাধর্মিতা<br>▪ লোক অনুষঙ্গ ব্যবহার | চোখ নেই দৃশ্য নেই/ চঞ্চল আশরাফ<br>কাঠ চেরাইয়ের শব্দ/ শোয়াইব জিবরান<br>আপেল উপাখ্যান/ সাদ কামালী<br>জ্বীনের কন্যা/ শাহনাজ মুন্নী |

**ইউনিট ৪** **অধিবেশন ১**

# মূল শিখনীয় বিষয়

## বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রবণতা-২

- ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা আমাদের জন্য একটি যুগান্তকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যদিও এ অর্জনের সঙ্গে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন এবং পূর্ববর্তী নানা ঘটনার যোগসূত্র রয়েছে তথাপি একটি স্বাধীনদেশ ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে পালাবদল সংগঠিত হয়েছিল।

- পঞ্চাশ ও ষাট দশকের বাংলা সাহিত্য যে সমাজ সচেতন মনোভঙ্গির পরিচর্যা সত্তরের দশকে এসে তা প্রবলভাবে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে ধারণ করে। সাহিত্যে রাজনীতি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে।

- বিভাগোত্তর কালে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, রফিক আজাদ, শওকত ওসমান প্রমুখ যেমন প্রবলভাবে দেশকাল সম্পৃক্ত রচনায় নিবিষ্ট থেকেছেন তেমনি এ দশকের কবি লেখকদের রচনার মধ্যেও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রাপ্তির উচ্ছ্বাস এবং একই সাথে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা প্রকাশিত হয়। তবে এ সময়ের সাহিত্য-শিল্পে পরিমিতি বোধ ও মননের অভাব লক্ষ করা যায়।

- সত্তর দশকের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন আবিদ আজাদ, দাউদ হায়দার, হাসান হাফিজ, মোহন রায়হান, মুজিবুল হক ফকীর, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাহবুব হাসান প্রমুখ।

- সত্তরের দশকের সাহিত্যে যে আবেগ উচ্ছ্বাসের বান ডেকেছিল আশির দশকে এসে তা শান্ত ও স্থির হয়। আশির দশকে কবিতাশিল্প নিরীক্ষাধর্মী হয়ে উঠে। কবিতায় জীবনযন্ত্রণা ও আবেগের অতিশয্য ঘটে। এ দশকের উল্লেখযোগ্য কবি লেখকরা হলেন খোন্দকার আশরাফ হোসেন, খালেদ হোসাইন, সাজ্জাদ শরীফ, শান্তনু চৌধুরী, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, নাসরীন জাহান, কাজল শাহনেওয়াজ প্রমুখ।

- আশির দশকের কবিতায় সাহিত্যে যে নিরীক্ষা চলেছিল ও জীবনযন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছিল নব্বই দশকে এসে তা আরো শক্তিশালী ও শিল্পঋদ্ধি লাভ করে। এ সময়ের সাহিত্য অধিক

নিরীক্ষাপ্রবণ হলেও সাহিত্যে নিজস্ব ঐতিহ্য, লোকাচার, মিথ ইত্যাদি প্রাধান্য পেতে থাকে। আত্মরতি ও আত্মবিলাস ব্যক্তির রিরংসা এ দশকের সাহিত্যে মূল প্রবণতা হয়ে ওঠে। ফলে সাহিত্যের সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকটি উপেক্ষিত হয়। এ সময়ে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিশীল লেখকের দেখা মেলে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - চঞ্চল আশরাফ, টোকন ঠাকুর, শোয়াইব জিবরান, শাহনাজ মুন্নী, সাদ কামালী, শামীম রেজা, ওবায়েদ আকাশ, প্রশান্ত মৃধা প্রমুখ।

**মূল্যায়নঃ**

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সাহিত্যের পটভূমি বর্ণনা করুন।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বাংলা সাহিত্যকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে? এ বিষয়ে উদাহরণসহ একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

৩. বিগত শতাব্দীর আশি ও নব্বই দশকের প্রবণতা ও উল্লেখযোগ্য কর্মসমূহ চিহ্নিত করুন।

**ইউনিট ৪** **অধিবেশন ২**

# ভাষার শোনা ও বলা দক্ষতার মূল্যায়ন

ব্যক্তির আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষা কার্যক্রম চলে তা কতটুকু সফল বা ফলপ্রসূ হয়েছে তা জানার জন্য প্রয়োজন মূল্যায়ন। সুতরাং মূল্যায়ন শিক্ষা ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম হয় না। বরং ভাষা শিক্ষার মূল্যায়ন একটু বেশি শক্ত বলেই প্রতীয়মান হয়।

## উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- শোনা দক্ষতা মূল্যায়নের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারবেন।
- বলা দক্ষতার মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন।
- ভাষার শোনা ও বলা উভয় দক্ষতার মূল্যায়ন করতে পারবেন।

## পর্বসমূহ

## পর্ব–কঃ শোনা দক্ষতার মূল্যায়ন

বলার পূর্বশর্ত শোনা। শোনা হচ্ছে গ্রহণধর্মী। স্পষ্টভাবে ও মনোযোগ দিয়ে শুনলে ভাল বলা সম্ভব। সুতরাং স্পষ্টভাবে শোনার অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষকগণকে সর্বাধিক সতর্ক ও যত্নবান হতে হবে। শুনতে শেখার ক্ষেত্রে গুরুত্ব রয়েছে, বিশেষত শিক্ষকদের গুরুত্ব দিতে হবে ধ্বনির সঠিক উচ্চারণের প্রতি। তাছাড়া অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি, ঘোষ ও অঘোষ প্রভৃতি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণসহ কণ্ঠস্বরের ওঠানামার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ছবির বর্ণনা, কঠিন শব্দ উচ্চারণ প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এসব পারগতার মূল্যায়ন করা যায়।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা শোনা দক্ষতা মূল্যায়নের কয়েকটি উপায় নির্দেশ করি–

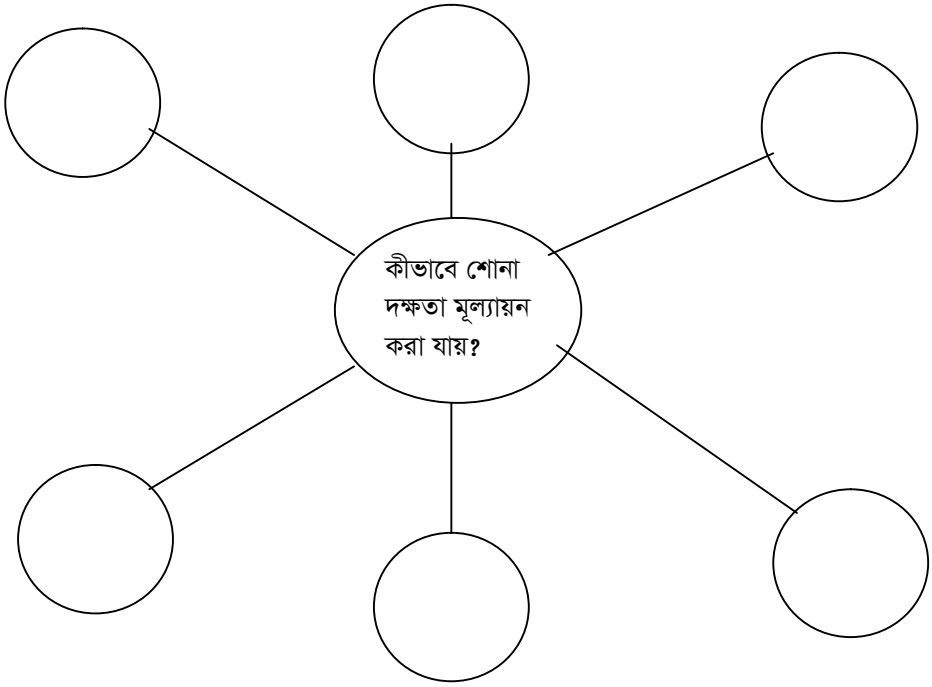


## পর্ব–খ : ভাষার বলা দক্ষতার মূল্যায়ন

বলা শিশুদের সহজাত প্রবৃত্তি হলেও সুন্দর ও সাবলীল কথা বলার দক্ষতা অর্জন সহজ নয়। জন্মের বছর খানেকের মধ্যে শিশুরা দু'চারটি অসংলগ্ন ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বলার ক্ষমতার বিকাশ ঘটতে থাকে। সুন্দরভাবে কথা বলার লক্ষণগুলো সম্পর্কে শিক্ষকের স্পষ্ট ধারণা থাকলে শিক্ষার্থীদের বলা দক্ষতা মূল্যায়ন সহজ হয়।

বাংলা বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক কথা বলার সুযোগ দেবেন, শিক্ষার্থীর স্বাধীন বলার আগ্রহ বৃদ্ধি করবেন। শিক্ষার্থী মাতৃভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে কিনা যাচাই করবেন। শিক্ষার্থীকে কথা বলা, ছড়া বলা, শব্দচয়ন করা, শুদ্ধ উচ্চারণ করা, প্রাসঙ্গিক ভাষা ব্যবহার করায় শিক্ষক নিয়ন্ত্রণ করবেন। আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে সুষ্ঠু ভাষারীতির ব্যবহার করে শুদ্ধ উচ্চারণে মান ভাষায় শিক্ষার্থী কথা বলতে পারছে কিনা যাচাই করবেন।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা এখন বলা দক্ষতা মূল্যায়নের উপায়গুলো সাজিয়ে লিখি–

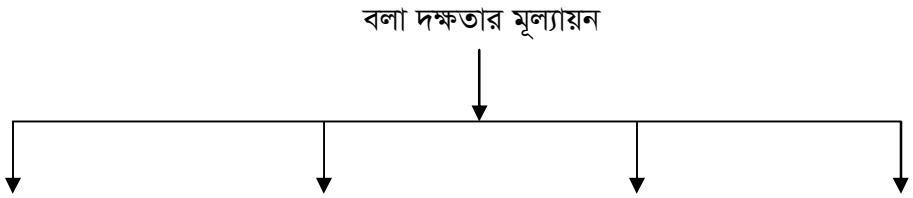


## পর্ব–গ : শোনা ও বলা উভয় দক্ষতার মূল্যায়ন

শোনা ও বলা একে অন্যের পরিপূরক। না শুনলে বলা যায় না, আবার না বললে শোনা যায় না। সুতরাং সঠিকভাবে শোনার উপর নির্ভর করে সঠিকভাবে শোনার দক্ষতা। শ্রেণীকক্ষে বা শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষকদের উচিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করানো। নিজে বা অন্যকে দিয়ে বক্তৃতা প্রদানের পর বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের উত্তর করানো যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় সে দিকে শিক্ষককে সচেতন হতে হবে।

আসুন বন্ধুরা, আমরা শোনা ও বলা দক্ষতা মূল্যায়নের উপায়গুলো লিখে ফেলি–

**শোনা বলা দক্ষতা মূল্যায়নের উপায় হচ্ছে–**

| | |
|---|---|
| ০১ | |
| ০২ | |
| ০৩ | |
| ০৪ | |
| ০৫ | |

**ইউনিট ৪** **অধিবেশন ২**

# মূল শিখনীয় বিষয়
## ভাষার শোনা ও বলা দক্ষতার মূল্যায়ন

**শোনা দক্ষতার মূল্যায়ন-**

(ক) একটি ছবি, একটি চার্ট, একটি বাস্তব বস্তু, একটি মডেল শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে নিয়ে আসবেন। ছবিটি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের হতে হবে। শিক্ষক প্রশ্ন করবেন–

১. এই ছবিটি কোন দেশের ?

২. ছবিতে কী কী দেখতে পাচ্ছ ?

৩. এই ছবি দেখে বাংলাদেশের ছবি কেন মনে হয়েছে ?

এমনিভাবে চার্ট, বস্তু, মডেল ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করে করে জবাব আদায় করার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর শ্রুতি দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন।

(খ) শিক্ষক শব্দ বলবেন– শিক্ষার্থী বাক্য গঠন করবে। যেমন- অবিরত, বলবান, হালকা পাতলা, অপরূপা, বিলাসবহুল, ব্যয়বহুল, দ্রব্যমূল্য বাস্তবতা, উপকরণ প্রভৃতি শব্দ বলার পর বাক্য রচনা করা।

(গ) সোনার ডিম দিতো যে হাসঁটি তাকে শেষ পর্যন্ত লোকটি কী করেছিল, সেই গল্পটি শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পড়ে শোনাবেন এবং সেখান থেকে প্রশ্ন সকলে শুনতে পেরেছে কি না যাচাই করবেন।

(ঘ) সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়ে শুনতে বলবেন এবং প্রশ্ন করবেন।

(ঙ) নিম্নের অংশটুকু শ্রুতলিপি লিখিয়ে লিখিত অংশ দেখে শ্রুতি দক্ষতা যাচাই করবেন।

"কথাকে লেখায় সাজিয়ে যেমন ভাষাকে একটি স্থায়ী রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে তেমনি ভাষার শুদ্ধরূপ বিশ্লেষণ করে তার সৌন্দর্য রক্ষার চেষ্টা করেছে মানুষ। ভাষার এ ধরনের বিশ্লেষণ ও চর্চার জন্য তাকে কতকগুলো নিয়মের ছকে বাঁধা হয়েছে। ভাষা দেহের নিয়মশৃঙ্খলার এই রূপকে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে গ্রন্থে তাকেই সাধারণভাবে ব্যাকরণ বলা হয়ে থাকে"।

শোনা দক্ষতা যাচাই করতে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন (নম্বর প্রদান করে) শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী–

(ক) প্রশ্ন শুনে উত্তর করতে পারছে কিনা।

(খ) শিক্ষকের পড়া শুনে শিক্ষার্থী অনুসরণ করে পড়তে পারছে কিনা।

(গ) গল্প বা বক্তৃতা শুনে তার উত্তর প্রদান করতে পারছে কিনা।

(ঘ) শিক্ষকের উচ্চারণ শুনে সঠিক উচ্চারণ করতে পারছে কিনা।

(ঙ) শুনে সঠিক বানানে লিখতে পারছে কিনা।

## বলা দক্ষতার মূল্যায়নঃ

১। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ দেবেন–

জোড়ায় কথা বলতে দিবেন, শিক্ষক লক্ষ করবেন সবাই কথা বলছে কিনা, গল্প করছে কিনা। শিক্ষক নির্দেশ দিবেন শিক্ষার্থী নিজের কথা একজন বলবে অন্যজন শুনবে– ইচ্ছে করলে কেউ গল্পও বলতে পারে। স্বাধীনভাবে বলার ক্ষমতা কতটা হয়েছে শিক্ষক সেটা পর্যবেক্ষণ করবেন।

২। যেকোন ছড়া শিক্ষার্থী যা পারে তা বলার সুযোগ দেবেন। উচ্চারণ শুদ্ধ হচ্ছে কিনা লক্ষ করবেন।

ছড়া বলার ধরন বা স্টাইল যথার্থ কিনা যাচাই করবেন।

৩। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক আদর্শ পাঠ দিয়ে তাকে অনুসরণ করতে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের সরব পাঠ দিয়ে শিক্ষক যাচাই করবেন।

৪। শিক্ষার্থী আলোচনা ও প্রশ্ন উত্তর পর্বে যখন অংশগ্রহণ করবে শিক্ষক তখন মান ভাষা বজায় আছে কিনা লক্ষ করবেন, নিয়ন্ত্রণ করবেন, যাচাই করবেন।

৫। শ্রেণীকক্ষে আবৃত্তি, বিতর্ক ও উপস্থিত বক্তৃতার ব্যবস্থা করে শিক্ষক বলার দক্ষতা যাচাই করবেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বলার দক্ষতা হয়েছে কিনা যাচাই করবেন।

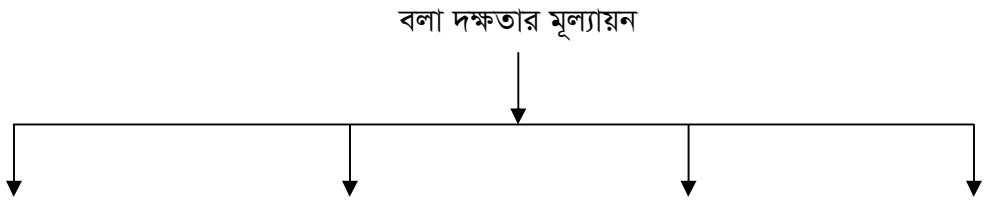


| | | | |
|---|---|---|---|
| ক) কথা বলতে দিয়ে | গ) যেকোন ছড়া | ঙ) সরব পাঠ | জ) বিতর্ক |
| খ) গল্প বলতে দিয়ে | ঘ) যে কোন কবিতা | চ) আলোচনায় অংশগ্রহণ | ঝ) উপস্থিত বক্তৃতা |
| | আবৃত্তি দিয়ে | ছ) প্রশ্ন উত্তর থেকে | ঞ) নির্ধারিত বিষয়ের উপর বক্তৃতা |

ভাষার বিকাশে বলা দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক উক্ত বিষয়ে নম্বর প্রদান করে ভাষার অগ্রগতি ও পারদর্শিতা অর্জনে সহায়তা করবেন।

## শোনা ও বলা উভয় দক্ষতার মূল্যায়ন-

শোনার সাথে সম্পৃক্ত প্রথম প্রক্রিয়াটি হলো এই শোনা ও বলার ক্ষেত্রে শিক্ষক একই সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করাবেন এবং প্রশ্নোত্তর এ অংশগ্রহণ করবেন।

ক) নির্ধারিত বিষয় দিয়ে আলোচনা করতে বলবেন–
শিক্ষার্থীদের বলার ধরন বা স্টাইল, পরিচ্ছন্ন এবং অর্থপূর্ণ বাক্য বলতে পারছে কিনা যাচাই করবেন।

খ) প্রশ্নশুনে প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করতে পারছে কিনা যাচাই করবেন।

গ) শিক্ষকের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শিক্ষার্থী শুনে অনুধাবন করতে পেরেছে কিনা যাচাই করবেন।

ঘ) বিষয়ের অবতারণা করে মত প্রকাশের সুযোগ দেবেন এবং বলা দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন।

ঙ) নম্বর প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষক ভাষা বিকাশের অগ্রগতি ও পারদর্শিতা মূল্যায়ন করবেন। (শোনা ও বলা)

০১. প্রশ্ন শুনে উত্তর করতে পারা।

০২. পড়া শুনে পড়তে পারা।

০৩. গল্প শুনে ও বক্তৃতা শুনে উত্তর প্রদান করতে পারা।

০৪. শিক্ষকের উচ্চারণ শুনে সঠিক উচ্চারণ করতে পারা।

০৫. শুনে সঠিক বানান লিখতে পারা (শ্রুতিলিপি)।

পর্যায়ক্রমে এই কাজগুলো উপর শ্রেণীকক্ষে নম্বর প্রদান করে শিক্ষক মূল্যায়ন করবেন। প্রশ্ন শুনে শিক্ষার্থী জবাব দেবে, আলোচনায় আংশগ্রহণ করবে- শিক্ষক শোনা এবং বলার সম্পৃক্ততা যাচাই করাবেন। শোনা দক্ষতার উপর ভাষার বিকাশের চারটি দক্ষতাই নির্ভরশীল। শুনে বলতে পারবে এবং শুনতে পারলে বলতে ও লিখতে পারবে। ভাষার অগ্রগতি সাধিত হবে এবং শিক্ষার্থীরা ভাষার বিকাশে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

**মূল্যায়নঃ**

১. ভাষা দক্ষতার মূল্যায়ন এত গুরুত্বপূর্ণ কেন- আলোচনা করুন।
২. ভাষার শোনা ও বলা দক্ষতা মূল্যায়নে শিক্ষক হিসেবে আপনার করণীয় কী ?

## সম্ভাব্য উত্তরঃ

### পর্ব– ক

(ক) ছবি বা চার্টের বর্ণনা
(খ) কঠিন শব্দের তালিকা তৈরি ও উচ্চারণ
(গ) গল্প শোনা ও বলা
(ঘ) গল্প শোনার পর প্রশ্ন করা
(ঙ) শ্রুতি লিখন
(চ) বির্তকের যুক্তি খণ্ডন

### পর্ব– খ

০১. কথা বলতে দিয়ে
০২. গল্প বলতে দিয়ে
০৩. কবিতা বা ছড়া আবৃত্তি করতে দিয়ে
০৪. সরব পাঠ করতে দিয়ে
০৫. আলোচনায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে
০৬. বিতর্কের মাধ্যমে
০৭. উপস্থিত বক্তৃতার মাধ্যমে
০৮. প্রশ্ন উত্তর থেকে

### পর্ব-গ

০১.প্রশ্ন শুনে উত্তর করতে পারা।
০২.পড়া শুনে পড়তে পারা।
০৩.গল্প শুনে বক্তৃতা শুনে উত্তর প্রদান করতে পারা।
০৪.শিক্ষকের উচ্চারণ শুনে সঠিক উচ্চারণ করতে পারা।
০৫.শুনে সঠিক বানান লিখতে পারা (শ্রুতিলিপি)।

**ইউনিট ৪** **অধিবেশন ৩**

# ভাষার পড়া ও লেখা দক্ষতার মূল্যায়ন

ভাষা শিক্ষার চারটি লক্ষ্য–

(ক) শোনা (শুনে তার অর্থ বুঝতে পারা)

(খ) বলা (মনের ভার প্রকাশ করা)

(গ) পড়া (ভাষার অর্থ বুঝতে সক্ষম হওয়া) এবং

(ঘ) লেখা (লেখার মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করা)

উপরের চারটি বিষয়ের মধ্যে 'শোনা' শুরু হয় জন্মের পর থেকেই। বছর খানেক বয়স থেকেই শিশুরা অস্পষ্টভাব বলার চেষ্ট করে, ধীরে ধীরে তা স্পষ্ট ও পূর্ণতা লাভ করে। অশিক্ষিত মানষও শোনা ও বলায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে পড়া ও লেখা দীর্ঘ অনুশীলন ও কষ্ট সাধ্য শ্রমের কর্মফল। পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন যেমন সময়ের ব্যাপার তেমনি এর মূল্যায়নও একেবারে সহজ সাধ্য নয়।

## উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়ন ও এর বিভিন্ন দিক চিহ্নিত করতে পারবেন।
- পড়া ও লেখা দক্ষতার মূল্যায়ন কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়নের সুবিধা-অসুবিধা নির্ণয় করতে পারবেন।

## পর্বসমূহ

## পর্ব–ক : পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়ন ও এর বিভিন্ন দিক

কোন পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভে পঠন গুরুত্বপূর্ণ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শুরুতে শিশুরা শব্দ ও বাক্য গঠন শেখে। প্রথম পর্যায়ে তারা সরব পাঠে অভ্যস্ত হয় এবং এক পর্যায়ে তারা নীরব পাঠ আয়ত্ত করে। একইভাবে ভাষার লিখিত রূপ আয়ত্ত করতে না পারলে শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পথ খুঁজে পাবে না। তাই পড়ার ক্ষেত্রে একটি বিষয় পড়ে শিক্ষার্থী তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে কিনা এবং লেখার ক্ষেত্রে অক্ষরের গঠন, পঠন যোগ্যতা, শব্দ চয়ন ইত্যাদি সঠিকভাবে করতে পারে কিনা তা যাচাই করা দরকার।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা এখন পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক নিচে সাজিয়ে লিখি–

**পড়া ও লেখা দক্ষতার বিভিন্ন দিক :**

| | |
|---|---|
| ০১ | |
| ০২ | |
| ০৩ | |
| ০৪ | |
| ০৫ | |
| ০৬ | |
| ০৭ | |
| ০৮ | |
| ০৯ | |

# পর্ব–খঃ পড়া ও লেখা দক্ষতার মূল্যায়ন কৌশল

পঠন বলতে বোঝায় কোন লেখা দেখে তা পড়তে পারা, বলতে পারা এবং বুঝতে এবং চিহ্নিত করতে পারা। পঠনের দিকগুলো হচ্ছে –

ক. প্রমিত বা বিশুদ্ধ উচ্চারণ

খ. স্বাভাবিক স্বরতরঙ্গ

গ. অর্থ বোঝা বা হৃদয়ঙ্গম করা

ঘ. বিষয়বস্তু অনুধাবন করা

আর লিখন চারুশিল্প বিশেষ। হাতের লেখায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। লিখন অবশ্যই হতে হবে পাঠযোগ্য, এর গতিময়তা থাকবে ও নির্ভুলতা থাকবে। শিক্ষার্থীদের এই বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জিত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন সাপেক্ষ।

আসুন, আমরা এখন পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়নের উপায়গুলো নিচের ছকে লিখি –

## মূল্যায়নের উপায়

| | |
|---|---|
| ০১. | |
| ০২. | |
| ০৩. | |
| ০৪. | |
| ০৫. | |
| ০৬. | |
| ০৭. | |
| ০৮. | |
| ০৯. | |
| ১০. | |

## পর্ব–গঃ পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়নের সুবিধা-অসুবিধা

ভাল পড়তে পারা ও ভাল লিখতে পারা একটি বিশেষ গুণ। পড়া লেখা করলেও সবাই একই রকম গুণ/বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেনা। কোন শিক্ষার্থী পড়া লেখার ক্ষেত্রে বর্তমানে কোন স্তরে অবস্থান করছে তা জানা আবশ্যক। শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতির জন্য এটি অত্যাবশ্যক। মূল্যায়নের মাধ্যমেই অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সহজতর হয়। তবে এসব বিষয়ের মূল্যায়ন তাৎক্ষণিকভাবে করা সম্ভব হয় না। এটি বেশ সময়সাপেক্ষ।
আসুন বন্ধুরা, আমরা নিচে পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়নের সুবিধা-অসুবিধাগুলো নিচের ছকে লিখি।

**পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়নের সুবিধা-অসুবিধাঃ**

| ক্রম. | মূল্যায়নের সুবিধা | মূল্যায়নের অসুবিধা |
|---|---|---|
| ০১. | | |
| ০২. | | |
| ০৩. | | |
| ০৪. | | |
| ০৫. | | |
| ০৬. | | |
| ০৭. | | |

**ইউনিট ৪** **অধিবেশন ৩**

# মূল শিখনীয় বিষয়
## ভাষার পড়া ও লেখা দক্ষতার মূল্যায়ন

### ভাষার পড়া ও লেখা দক্ষতার মূল্যায়নঃ

- পড়ার ক্ষেত্রে একটি বিষয় পড়ে শিক্ষার্থী তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে কিনা।
- লেখার ক্ষেত্রে অক্ষরের গঠন, শব্দের দূরত্ব, পঠনযোগ্যতা ও নির্ভুলতা, শব্দচয়ন, বাক্য গঠন ইত্যাদি সঠিক কিনা তা যাচাই করে দেখা।
- স্পষ্ট প্রমিত উচ্চারণে বিষয়বস্তু পড়তে পারে কিনা।
- একটি বিষয় পড়ে শিক্ষার্থী বিষয়টি সম্পর্কে নিজের ভাষায় বলতে পারে কিনা।

### পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়ণের বিভিন্ন দিকঃ

* শব্দের সঠিক ব্যবহার
* বিরাম চিহ্নের সঠিক ব্যবহার
* বাক্যের গঠন
* অনুচ্ছেদ রচনা
* বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা
* চলতি ভাষারীতির সার্থক ব্যবহার
* বানান
* উপমা
* উৎপ্রেক্ষা
* অলংকার
* বাগ্‌ধারার যথার্থ প্রয়োগ ইত্যাদি।

### পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়ন কৌশলসমূহঃ

- একটি অনুচ্ছেদ শিক্ষার্থীদের পড়তে দেওয়া
- একটি অনুচ্ছেদ শিক্ষার্থীদের লিখতে দেওয়া
- রচনামূলক প্রশ্ন
- সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্ন
- পর্যবেক্ষণ
- প্রজেক্ট
- ক্রমপুঞ্জিত বিবরণী

- শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়
- পঠিত অংশের সারাংশ লিখন
- শ্রুতলিপি
- যতিচিহ্নের ব্যবহার

## পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়ণের সুবিধা :

- শিক্ষার্থীর পড়া ও লেখা দক্ষতার স্তর নিরূপণ করা যায়;
- পড়া ও লেখা দক্ষতা উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নেওয়া যায়;
- শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের ফলাফল থেকে ফিডব্যাক পেয়ে তার দুর্বলতার প্রতিবিধান করতে পারে;
- শিক্ষার্থীর শিখনের প্রেষণা বৃদ্ধি করে;
- শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও দক্ষতা মনিটর করে তা বিকাশে সহায়তা করে।

## মূল্যায়ন কৌশল :

* কেইস স্ট্যাডি, Keeping Dairy, Reflective Journal ইত্যাদি।

## মূল্যায়নঃ

১. শিক্ষকের জন্য পড়াও লেখা দক্ষতার মূল্যায়ন এত গুরুত্ববহ কেন– যুক্তিসহ বুঝিয়ে লিখুন।

২. কীভাবে পড়া ও লেখা দক্ষতার মূল্যায়ন করা যায় ? এর কৌশল সমূহের বিবরণ দিন।

## সম্ভাব্য উত্তর

### পর্ব –ক

পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক:

* শব্দের সঠিক ব্যবহার
* বিরামচিহ্নের সঠিক ব্যবহার
* বাক্যের গঠন
* অনুচ্ছেদ রচনা
* বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা

* চলতি ভাষারীতির সার্থক ব্যবহার
* বানান
* উপমা
* উৎপ্রেক্ষা
* অলংকার
* বাগধারার যথার্থ প্রয়োগ ইত্যাদি।

**পর্ব –খ**

## পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়ন কৌশলসমূহ:

- একটি অনুচ্ছেদ শিক্ষার্থীদের পড়তে দেওয়া
- একটি অনুচ্ছেদ শিক্ষার্থীদের লিখতে দেওয়া
- রচনামূলক প্রশ্ন
- সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্ন
- পর্যবেক্ষণ
- প্রজেক্ট
- ক্রমপুঞ্জিত বিবরণী
- শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়
- পঠিত অংশের সারাংশ লিখন
- শ্রুতলিপি
- যতি চিহ্নের ব্যবহার।

**পর্ব –গ**

**পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়নের সুবিধা :**

- শিক্ষার্থীর পড়া ও লেখা দক্ষতার স্তর নিরূপণ করা যায়;
- পড়া ও লেখা দক্ষতা উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নেওয়া যায়;
- শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের ফলাফল থেকে ফিডব্যাক পেয়ে তার দুর্বলতার প্রতিবিধান করতে পারে;
- শিক্ষার্থীর শিখনের প্রেষণা বৃদ্ধি করে;
- শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও দক্ষতা মনিটর করে তা বিকাশে সহায়তা করে।

**অসুবিধা :**

- পড়া ও লেখা দক্ষতা মুল্যায়ন সময় সাপেক্ষ।
- মূল্যায়নের খারাপ ফলাফল শিক্ষার্থীর মধ্যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিতে পারে।
- মূল্যায়ন উপকরণের অভাব।
- যোগ্য শিক্ষকের অভাব।
- শিক্ষকদের অনীহা।

**ইউনিট ৪** **অধিবেশন ৪**

# বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন : গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ

শিখন শিক্ষণে মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূল্যায়নের মধ্যদিয়েই আমরা শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রম কার্যকর করা হয়েছে কিনা জানতে পারি। শিক্ষাদানের মান ও শিক্ষার্থীর অর্জনকে এ মুল্যায়নের মাধ্যমে জানা যায়। সাহিত্য অনেকাংশে বিমূর্ত মাধ্যম এ কারণে এখানে মূল্যায়ন করা দুরূহ, তথাপি মূল্যায়নের উপায় ও প্রয়োজন রয়েছে।

## উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা কী বলতে পারবেন।
- গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা পাঠদানের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন।
- গল্প, প্রবন্ধ, কবিতায় শিক্ষার্থীর অর্জন যাচাই কৌশল সম্পর্কে বরতে পারবেন।

## পর্বসমূহ

## পর্ব-ক : গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা কী

গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতা সাহিত্যের এক একটি শাখা বা সংরূপ। প্রথম দুটির মাধ্যম গদ্য এবং তৃতীয়টির মাধ্যম ছন্দোবদ্ধ ভাষা।

গল্প, প্রবন্ধে কোন বক্তব্য বা বিষয়কে ফুটিয়ে তোলা হয় ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে। গল্পে সাহায্য নেয়া হল কাহিনী, প-ট ও চরিত্রের। প্রবন্ধে সাহায্য নেয়া হয় প্রধানত যুক্তির। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তির পারম্পর্য থাকে। আর কবিতায় ভাবকে ফুটিয়ে তোলা হয় ছন্দোবদ্ধ ভাষায়। সাহিত্যের এ শাখাসমূহের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে শ্রেণীকক্ষে এগুলো পাঠদানের উদ্দেশ্যসমূহকে জানা।

## পর্ব-খঃ শ্রেণীতে গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠদানের উদ্দেশ্যসমূহ

শ্রেণীতে গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতা পাঠদানের উদ্দেশ্যসমূহকে এভাবে তুলে ধরা যায়–

- ভাষারীতির উপর দক্ষতা অর্জন;
- মৌলিক রচনায় উৎসাহিতকরণ;
- ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও শৃঙ্খলা অনুধাবন;
- অধিক পাঠে আগ্রহী করে তোলা;
- শোনা, বলা ও লেখার দক্ষতাসমূহ রপ্তকরণ;
- সাহিত্যের শিল্পরূপ ও তার অন্তর্নিহিত মর্মোদ্ধারে সক্ষম করা।

## পর্ব-গঃ শিক্ষার্থীর অর্জন যাচাই

শ্রেণীতে পাঠদানের উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীর অর্জন যাচাই করার জন্য নিম্নোক্ত কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত মূল শিখনীয় বিষয়ে দেখুন।

১. বাচনিক তৎপরতার আয়োজন করা;
২. মৌলিক রচনার আয়োজন করা;
৩. গদ্য ও পদ্য পাঠের ক্লাসে বিষয়বস্তুর ব্যাকরণগত দিকভিত্তিক কাজ প্রদান;
৪. পঠিত বিষয়ের অনুষঙ্গমূলক এ্যাসাইনমেন্ট প্রদান;
৫. নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক বিরচন জাতীয় লিখন লিখতে দেওয়া;
৬. পরিবেশ উপযোগী ভাষার প্রয়োগ দেখাতে বলা;
৭. শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে পঠিত বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করা;
৮. সাহিত্যের শিল্পরূপের বিভিন্ন দিকভিত্তিক কাজ প্রদান

**ইউনিট ৪ ‘** **অধিবেশন ৪**

# মূল শিখনীয় বিষয়

## বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন :গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ

বিষয়ভেদে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি ও পারদর্শিতার মূল্যায়ন কৌশল স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। কারণ বাংলা সাহিত্যের মৌলিক দিকগুলো মাধ্যমিক স্তরে পঠন পাঠনের আয়োজন করা হয় ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। আর মূল্যায়ন যেহেতু উদ্দেশ্য অনুগামী হওয়া একান্ত আবশ্যক সেজন্য সাহিত্যের বিভিন্ন দিক মূল্যায়নে বিষয়ভেদে বিভিন্নতা আনয়ন জরুরি।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক মূল্যায়নের স্বরূপ চিহ্নিত করতে হলে প্রথমেই ঐ দিকগুলো শ্রেণীতে পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যসমূহ জানা। তাই প্রথমে গদ্য ও পদ্য পাঠদানের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সামষ্টিক উদ্দেশ্যসমূহ এবং পরে উদ্দেশ্য সম্পূরক উপযোগী মূল্যায়ন কৌশলসমূহ তুলে ধরা হল–

### (ক) উদ্দেশ্যসমূহঃ

**ভাষারীতির উপর দক্ষতা অর্জনঃ** এর অন্তর্ভুক্ত উপ-দিকগুলো হতে পারে- চলিতরীতির অনুশীলনের দক্ষ করে তোলা, সুষ্ঠু বাক্যগঠন কৌশল আয়ত্ত করা, বিদ্যালয় ও গার্হস্থ্যজীবনে ব্যবহৃত ভাষারূপের সমতাবিধান, ভাষার প্রমিতরূপ আত্মস্থ করা প্রভৃতি।

**মৌলিক রচনায় উৎসাহীকরণঃ** শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি, সৃজনশক্তির লালন ও বিকাশ সাধন, সৌন্দর্যবোধ জাগানো, সর্বোপরি তাকে আত্মপ্রকাশে উন্মুখ করে তোলার মাধ্যমে মৌলিক রচনায় উৎসাহী করা।

**ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও শৃঙ্খলা অনুধাবনঃ** ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রভৃতির সম্যক উপলব্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

**অধিক পাঠে আগ্রহী করে তোলাঃ** শব্দভান্ডার বৃদ্ধি, পঠনের সু-অভ্যাস গঠন, জগৎ ও জীবনের বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে কৌতূহলী করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে অধিক পাঠে আগ্রহী করে তোলা।

**উপদক্ষতাসমূহ রপ্তকরণঃ** ভাষাকলার চারটি উপদক্ষতা রয়েছে। যেমন– শোনা, বলা, পড়া ও লেখা। উপস্থাপনা, আবৃত্তি, গল্প বলা, অভিনয়, বক্তৃতা, বিতর্ক, আদর্শ পঠন, সংবাদ পঠন, বিরচন অনুশীলন, মৌলিক রচনা লিখন প্রভৃতির আয়োজনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে ভাষার উপদক্ষতাসমূহ অর্জন করানো গদ্য ও পদ্যের পঠন পাঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

**শিল্পরূপ ও তার অন্তর্নিহিত মর্মোদ্ধার :** সাহিত্য মাত্রই রসসঞ্জাত, সৌন্দর্যমণ্ডিত, অংলকৃত, ছন্দোবদ্ধ। ধ্বনি, রূপ, রস– এই তিনের সমন্বয়ে সাহিত্য সুসজ্জিত। কিন্তু এসবের আড়ালে বিষয়বস্তুর মর্মবাণী নামে আরেকটি কথা রয়েছে। সচেতনতার সাথে সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যাতে সাহিত্যের সৌন্দর্যের নাগাল পায় এবং সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মর্মকথাটিও উপলব্ধি করতে পারে তা-ও একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়াও জগৎ ও জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি যুগমানস, সমাজ চেতনা মানবতাবোধ, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রভৃতির দিকে সুনজর প্রদানও সাহিত্য পঠন পাঠনের উদ্দেশ্যের পর্যায়ভূক্ত।

## গদ্য পদ্যের পঠন পাঠনের ব্যবহৃত মূল্যায়ন কৌশলসমূহ:

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সমাঞ্জস্য রেখে পদ্য ও গদ্যের পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ ব্যবহৃত হতে পারে:

১। শ্রেণীতে শ্রুতলিপির আয়োজন করা;

২। উপস্থাপনা, আবৃত্তি, গল্পবলা, অভিনয়, সংবাদপাঠ, বক্তৃতা, বিতর্ক, আদর্শপাঠ প্রভৃতির আয়োজনের মাধ্যমে মৌখিক ভাষা দক্ষতা মূল্যায়ন করা।

৩। শ্রেণীতে পঠিত অংশ থেকে শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করতে বলা (পরস্পরকে) ও উত্তর দিতে বলা।

৪। কৃতজ্ঞতা, দুঃখ প্রকাশ, অনুরোধ প্রভৃতি বিভিন্ন পরিবেশের উপযোগী ভাষা ব্যবহার দেখাতে বলা।

৫। অর্থভেদে ভাষার বাক্য রূপান্তর অনুশীলন করানো।

৬। পঠনে বক্তব্য বিষয়ের সাথে উপযোগী ভাব, ভঙ্গি ও আবেগের সমন্বয় সাধন করতে দেওয়া।

৭। আবৃত্তিতে গতি, যতি, ছেদ, ছন্দ, অংলকার, ভাব, রস প্রভৃতির সুষম সমন্বয় সাধন করতে বলা।

৮। বিষয়বস্তুর উপযোগী পঠনের ধরন সনাক্ত করতে বলা।

৯। শব্দের প্রমিত উচ্চারণ উল্লেখ করতে বলা।

১০। শ্রেণীতে নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক বিরচন জাতীয় লিখন লিখতে দেওয়া।

১১। ভাল হাতের লেখার বৈশিষ্ট্য ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে তুলে ধরতে বলা।

১২। যুক্তবর্ণের রেখাবিন্যাস বিষয়ক মিলকরণ বা অন্যবিধ কাজ করতে দেওয়া।

১৩। বানান ভুলের, পাজি বানানের ও পাজি উচ্চারণের (যে সমস্ত শব্দ বানান ও উচ্চারণে নিয়ম মানে না) তালিকা তৈরি করতে দেওয়া।

১৪। সাধু রীতি থেকে চলিত রীতিতে রূপান্তর করতে দেওয়া।

১৫। সাহিত্যের শিল্পরূপের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে দেওয়া।

১৬। নির্দেশিত পাঠ কে, কতটুকু করল বা করল না তা পরখ করে দেখা।

১৭। শ্রেণী পঠনের সাথে অনুষঙ্গক্রমে যুক্ত বিষয়বস্তুভিত্তিক এ্যাসাইনমেন্ট লিখতে দেওয়া।

১৮। দীর্ঘ বাক্যের শব্দগুলোকে এলোমেলোভাবে উপস্থাপন করে পরে পদবিন্যাসে পূর্বাপর সঙ্গতি বিধান করতে দেওয়া।

১৯। চিন্তামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেওয়া।

২০। সাহিত্য পাঠের ক্লাশে বিষয়বস্তুর ব্যাকরণগত দিকসমূহও চিহ্নিত করতে বলা।

২১। বিভিন্ন প্রকারের রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা প্রয়োগে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান মূল্যায়ন করা।

২২। শ্রেণীতে ধারাবাহিক বা গঠনমূলক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

## মূল্যায়নঃ

১. শ্রেণীকক্ষে গল্প ও কবিতা পাঠদানের উদ্দেশ্যসমূহ কী কী?

২. গদ্য-পদ্যের পঠন পাঠনে ব্যবহৃত মূল্যায়ন কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।

৩. শ্রেণীকক্ষে গল্প, কবিতা পাঠদানের ক্ষেত্রে এগুলোর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

**ইউনিট ৪** **অধিবেশন ৫**

# বাংলা উপন্যাস, নাটক, রম্যরচনার বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা জানি উপন্যাস, নাটক ও রম্যরচনা সাহিত্যের খুবই সমৃদ্ধ শাখা। এ শাখাগুলোর সংযোজন আমাদের পাঠ্যসূচিতে থাকে। ফলে শ্রেণীকক্ষে আমাদের সাহিত্যের এ শাখাগুলোর পাঠদান মূল্যায়ন করতে হয়। এ অধিবেশনে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করব।

## উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- উপন্যাসের বিভিন্ন দিক ও মূল্যায়ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।
- নাটকের বিভিন্ন দিক ও মূল্যায়ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- রম্যরচনার বিভিন্ন দিক ও মূল্যায়ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

## পর্বসমূহ

## পর্ব-ক : উপন্যাসের বিভিন্ন দিক ও মূল্যায়ন কৌশল

শ্রী শ্রীশচন্দ্র দাসের ভাষায় 'গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও জীবানুভূতি কোন বাস্তব কাহিনী অবলম্বন করে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকণ্ঠে রূপায়িত হয় তাকে উপন্যাস কহে''। তাহলে দেখা যাচ্ছে উপন্যাসে যে সমস্ত বিবেচ্য দিক রয়েছে সেগুলো হল–

- ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন
- কাহিনী
- চরিত্র ও চরিত্রায়ন
- পরিবেশ ও পরিচর্যারীতি
- ভাষা

উপন্যাসের এ দিকগুলোকে আমরা সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক বা নৈর্ব্যক্তিক ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে পারি। উদাহরণ হিসেবে এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যোগাযোগ' উপন্যাসকে গ্রহণ করতে পারি। এ উপন্যাসকে ভিত্তি করে আমরা নিম্নোক্ত মূল্যায়ন-কৌশল গ্রহণ করতে পারি:

### ● সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

বিপ্রদাসের বংশপরিচয়, স্বামীর কাছে কুমুদিনীর প্রত্যাখ্যান, বিপ্রদাশের ব্যক্তি মর্যাদা, কুমুদিনীর আত্মস্বাতন্ত্র্য – এ দিকগুলোর ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করা যায়।

- **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন**

'কুমুদিনী যেন রজনীগন্ধার পুষ্প' লেখক কুমুদিনী সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন কেন?
'বিপ্রদাশ চাটুয্যে পরিবারের শেষ প্রদীপ' - বুঝিয়ে লেখ।

- **দীর্ঘ উত্তর প্রশ্ন**

তুল্যতা বিচার [মধুসূদন ও কুমুদিনীর জীবনাচরণে স্বাতন্ত্র্য, নারীর স্ত্রীত্ব ও ব্যক্তিত্ব ঘোষাল পরিবার ও চাটুজ্জে পরিবার ইত্যাদি।]
চরিত্র বিশ্লেষণ [ কুমুদিনী, মধুসূদন ও বিপ্রদাশ]

- **সাধারণ প্রশ্ন (সামগ্রিক)**

'যোগাযোগ' উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের যে সমস্যা বিধৃত হয়েছে তা আলোচনা কর। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে সামন্ততন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে তা পূর্বোক্ত উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনাবলি বিচার বিশ্লেষণপূর্বক আলোচনা কর।

## পর্ব-খ : নাটকের বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন

নাটকের গঠন কাঠামোতে থাকে (ক) প্রারম্ভ, (খ) প্রবাহ, (গ) উৎকর্ষ, (ঘ) গ্রন্থমোচন ও (ঙ) উপসংহার।
চিত্রের সাহায্যে দেখা যায় -

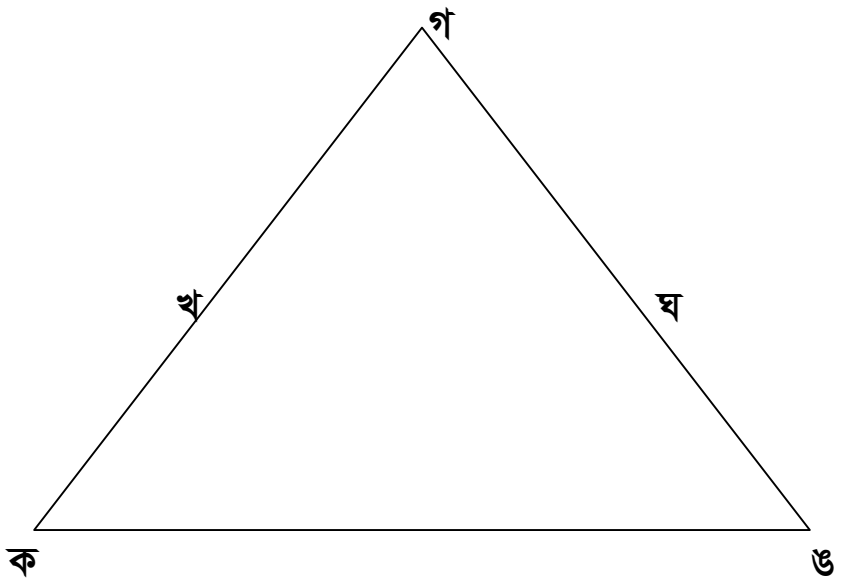


নাটকের বিবেচ্য দিকসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- আখ্যান ভাগ (Plot)
- নাটকীয় ঘটনার পারম্পর্য (Action)

- চরিত্র সৃষ্টি (Characterisation)
- সংলাপ (Dialogue)

এছাড়াও বিবেচ্য দিকের মধ্যে রয়েছে ত্রয়ী ঐক্য

(১) সময়ের ঐক্য (Unity of time)

(২) স্থানের ঐক্য (Unity of place)

(৩) ঘটনার ঐক্য (Unity of action)

এ বিবেচ্য দিকসমূহকে আমরা নিম্নোক্তভাবে মূল্যায়ন করতে পারি:

- নাটকের শিল্পরূপ ব্যাখ্যা
- বিষয়বস্তু / আখ্যানভাগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন
- শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয়
- অভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রবিচার
- সংলাপ-ভিত্তিক ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন
- সংলাপ উচ্চারণের যথাথর্তা
- দীর্ঘ-উত্তর প্রশ্নের মাধ্যমে পটভূমি ও চরিত্র বিচার

## পর্ব-গ : রম্য রচনার বিভিন্ন দিক ও মূল্যায়ন-কৌশল

রম্য রচনার লক্ষণীয় দিকের মধ্যে রয়েছে:

- রম্যরচনা এক শ্রেণীর হাস্যরসপূর্ণ হালকা চালের প্রবন্ধ।
- রম্যরচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective)
- এর গঠনকাঠামো অপেক্ষাকৃত শিথিল।
- রম্যরচনায় চরিত্র নিজেই অথবা বিশেষ কোন চরিত্র হতে পারে।
- রম্যরচনার মূল উদ্দেশ্য হাস্যরসের সৃষ্টি।

এগুলোকে নিম্নোক্তভাবে পাঠদান ও মূল্যায়ন সম্ভব:

- শ্রেণীকক্ষে আনন্দ পাঠের মাধ্যমে রস উপভোগ।
- শিক্ষার্থীরা কোন অংশ কেন উপভোগ করছে এ বিষয়ে মতামত প্রদান।
- প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু ও চরিত্র বিশ্লেষণ।
- রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ।
- সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের মাধ্যমে রচনার বিভিন্ন বক্রোক্তি, বাকচাতুর্য ইত্যাদির অর্থ উদ্ধার।

**ইউনিট ৪** **অধিবেশন ৫**

# মূল শিখনীয় বিষয়

## বাংলা উপন্যাস, নাটক ও রম্যরচনার বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন

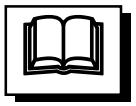

- উপন্যাস হচ্ছে জীবনবীক্ষা (Criticism of life) শ্রীশচন্দ্র দাশের ভাষায় ''গ্রন্থাকারের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও জীবানুভূতি কোন বাস্তব কাহিনী অবলম্বনে করে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয় তাকে উপন্যাস কহে।''
- উপন্যাসের বিবেচ্য দিকসমূহ হচ্ছে: কাহিনী, কাহিনী কাঠামো, চরিত্র ও চরিত্রায়ন পদ্ধতি, দৃষ্টিকোণ পরিচর্যারীতি, ভাষা ও বর্ণন রীতি।
- উপন্যাসের এ বিবেচ্য দিকসমূহ মূল্যায়নের জন্য গাঠনিক (Formative) ও প্রান্তিক মূল্যায়নের সাহায্য নিতে হবে। এ জন্য বেঞ্জামিন ব্লুম পরিজ্ঞানীয় স্তরের মূল্যায়নে উপন্যাসটির রসোপলব্ধির জন্য রচনামূলক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।
- গাঠনিক পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

নাটক হচ্ছে দৃশ্য কাব্য। নাটকের বিবেচ্য দিকসমূহ হচ্ছে–

- আখ্যান ভাগ (Plot)
- নাটকীয় ঘটনার পারম্পর্য (Action)
- চরিত্র সৃষ্টি (Characterisation)
- সংলাপ (Dialogue)

ত্রয়ী ঐক্য (১) সময়ের ঐক্য (Unity of time)
(২) স্থানের ঐক্য (Unity of place)
(৩) ঘটনার ঐক্য (Unity of action)

নাটকের গঠন কাঠামো: যথা- (১) প্রারম্ভ (Expostiotn)
(২) প্রবাহ (Growth of action)
(৩) উৎকর্ষ (The climax)
(৪) গ্রন্থিমোচন (Denoument)
(৫) উপসংহার (Catastroph)

- নাটকের উপর্যুক্ত বিবেচ্য দিকসমূহ মূল্যায়নের জন্য গাঠনিক পর্যায়ে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্র, নাট্য দ্বন্দ্ব সৃষ্টি, রসোপলব্ধি ও সংলাপের যথার্থতা নিরূপণ করা যেতে পারে। প্রান্তিক মূল্যায়নে রচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের মাধ্যমে নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র ও চরিত্রায়ন ইত্যাদি দিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
- রম্য রচনা এক শ্রেণীর হাস্যরসপূর্ণ প্রবন্ধ। প্রবন্ধে যে নৈর্ব্যক্তিকতা থাকে এতে তা থাকে না। রম্যরচনা ব্যক্তিক। ব্যক্তিই অনেক সময় চরিত্ররূপে এতে আসে। রম্যরচনার মূল উদ্দেশ্য রস সৃষ্টি। সুতরাং রম্যরচনা মূল্যায়নে এ রসোপলব্ধির বিষয়টি প্রধান। গঠনকালীন মূল্যায়নে শ্রেণীকক্ষে আনন্দ পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের রসোপলব্ধিতে নিয়োজিত এবং সংক্ষিপ্ত, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে সূক্ষ্ম রসের উপলব্ধির মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
- রচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের মাধ্যমে রচনাটির রস সৃষ্টির পারঙ্গমতা মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

**মূল্যায়নঃ**

১. উপন্যাসের বিবেচ্য দিক ও মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে লিখুন।

২. নাটকের বিবেচ্য দিক ও মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে লিখুন।

৩. রম্যরচনার বিভিন্ন দিক ও মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে লিখুন।

**ইউনিট ৪** **অধিবেশন -৬**

# বাংলা শিখনের বিভিন্ন পর্যায়ে ধারাবাহিক, চূড়ান্ত ও নির্ণায়ক মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীর সফলতার ও ব্যর্থতার নিখুঁত পরিমাপের মাধ্যমে তার অর্জন যাচাইয়ের একটি কৌশল হচ্ছে মূল্যায়ন। শিখনের উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হল তা যেমন মূল্যায়নের মাধ্যমে জানা যায়, তেমনি পাঠদান কাজের কোথাও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে কি না তাও এর মাধ্যমে জানা যায় এবং সেসব ত্রুটি বিচ্যুতি দূরীকরণের নির্দেশনাও পাওয়া যায়। শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনায় একজন শিক্ষককে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়নের আশ্রয় নিতে হয়। সেজন্যই বিভিন্ন প্রকার মূল্যায়নের স্বরূপ ও প্রয়োগ কৌশল জানা শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য। সেই লক্ষ্যেই এ অধিবেশনে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যবহৃত ধারাবাহিক, চূড়ান্ত ও নির্ণায়ক মূল্যায়নের স্বরূপ ও প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

## উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- মূল্যায়ন কী ও কেন - তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ধারাবাহিক, চূড়ান্ত ও নির্ণায়ক মূল্যায়নের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারবেন।
- ধারাবাহিক , চূড়ান্ত ও নির্ণায়ক মূল্যায়নের বিশেষ দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলা শিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে ধারাবাহিক, চূড়ান্ত ও নির্ণায়ক মূল্যায়নের প্রায়োগিক ক্ষেত্র ও
  নির্ণায়কসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।

## পর্বসমূহ

## পর্ব-কঃ মূল্যায়ন কী ও কেন

প্রিয় শিক্ষার্থী, মূল্যায়ন বলতে কী বুঝায় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন কেন দরকার– এ প্রশ্ন দুটির উত্তর নিশ্চয়ই আপনার জানা। ধারণাসমূহ সুস্পষ্ট করার জন্য মূল্যায়নের প্রসঙ্গটি মাথায় রেখে নিচের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

- শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করা ও তা দূর করা
- শিক্ষার্থীর আত্মনির্ভরশীলতা ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি
- পাঠক্রম ও পাঠদানের ত্রুটি শনাক্তিকরণ ও তা সংশোধন
- শিখন পরিবেশের বাঁধাসমূহ শনাক্তিকরণ ও তা দূরকরণ
- মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগকরণ

প্রিয় শিক্ষার্থী, উপরের কথাগুলো পুনর্বিবেচনা করে মূল্যায়ন সম্পর্কিত আপনার উপলব্ধি নিচের ফাঁকা স্থানে লিখুন ও পরে মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে নিন।

মূল্যায়ন কী ও কেন?

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

## পর্ব-খঃ ধারাবাহিক ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন

শিখন-শেখানো কাজের বাস্তবায়নকালে এই কাজের সাথে জড়িত সকল ভৌত ও মানবীয় উপাদানের কার্যকারিতা যাচাই করে কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছার জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বলা হয়। কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি এ ধরনের মূল্যায়ন করা হয় বলে একে গঠনকালীন মূল্যায়নও বলা যায়। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষক প্রতিদিন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান পরিমাপের জন্য যে মূল্যায়ন করে থাকেন তা ধারাবাহিক মূল্যায়ন। অন্যদিকে, শিক্ষাবর্ষের শেষের দিকে কোনো বিষয়ের পুরো সিলেবাসের উপর একসাথে আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত মূল্যায়নের কাজ পরিচালিত হয়। এতে প্রাপ্ত ফলাফলের

মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতা নির্ধারণ করা হয়, সনদ প্রদান করা হয় এবং সনদে সফলতার স্তর নির্দিষ্ট থাকে।

প্রিয় শিক্ষার্থী, নিচে ধারাবাহিক ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে দেওয়া আছে। এবার উপরের কথাগুলো বিবেচনায় রেখে এই দুই ধরনের মূল্যায়নের নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পৃথকভাবে সাজিয়ে লিখুন।

- মূল্যায়ন একটি চলমান ও অব্যাহত প্রক্রিয়া।
- শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া পূর্ব-পরিকল্পিত উপায়ে অগ্রসর হচ্ছে কি না, তা মনিটর বা পরিবীক্ষণ করার একটি প্রক্রিয়া হল মূল্যায়ন।
- শিক্ষার্থীর অগ্রগতি, সাফল্য ও পশ্চাদপদতা এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমের কার্যকারিতা ও সফলতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মূল্যায়ন পরিচালিত হয়।
- এই ধরনের মূল্যায়ন অনমনীয় এবং প্রধানত আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়।
- 'যথার্থতা নিরূপণ' শেখা ও শেখানোর যাবতীয় প্রচেষ্টার মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা লাভ করে।
- মূল্যায়ন বার বার ও ঘন ঘন করতে হয় বলে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নভীতি কমে যায়।
- শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা নিরূপণে ও উন্নতিকল্পে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।
- মূল্যায়নে বিষয়ানুগত্য, উপযোগিতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ইত্যাদি নিরূপণ করা হয়।

| ধারাবাহিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য | চূড়ান্ত মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য |
|---|---|
| | |

আপনার প্রদত্ত উত্তরের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য মূল শিখনীয় বিষয় দেখুন।

## পর্ব-গঃ ধারাবাহিক ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রায়োগিক ক্ষেত্র ও নির্ণায়কসমূহ

শিক্ষণ-শিখন ও মূল্যায়ন পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। বস্তুত মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই শিক্ষণ-শিখনের অগ্রগতি ও কৃতিত্ব যাচাই করা হয়। এই মূল্যায়নের কাজটি কতকগুলো পূর্ব নির্ধারিত নির্ণায়ক বা ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়। যেমন–

**যথার্থতা নিরূপণঃ** ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থতা নিরূপণের কয়েকটি বিশেষ দিক হচ্ছে শুদ্ধতা, উপযোগিতা, প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য, ব্যাপকতা প্রভৃতি।

বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপণের বিশেষ দিকগুলো হল– তুল্যঅভীক্ষা প্রণয়ন ও অংশ বিভাজন (অভীক্ষার দুটি অংশের মান নিরূপণ করা)

প্রায়োগিক উপযোগিতা নিশ্চিতকরণের বিশেষ দিকগুলো হলো– নির্দেশাবলির স্বচ্ছতা ও সহজলভ্যতা, মান নিরূপণে স্বাচ্ছন্দ্য, মান নিরূপণে নৈর্ব্যক্তিকতা প্রভৃতি।

শেখা ও শেখানো যাবতীয় মূল্যায়নে যথার্থতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রায়োগিক উপযোগিতা নিরূপণ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা লাভ করে থাকে। প্রিয় শিক্ষার্থী, ধারাবাহিক ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রায়োগিক ক্ষেত্র এবং নির্ণায়কসমূহ নিচে বিচ্ছিন্নভাবে দেওয়া আছে। গভীরভাবে চিন্তা করে উভয় প্রকার মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নির্ণায়কসমূহ নিচের ফাঁকা স্থানে পৃথকভাবে সাজিয়ে লিখতে বলুন।

শিক্ষার্থীদের পাঠে অগ্রগতি ও কৃতি (achievment), শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়, সনদপত্র প্রদান, শিক্ষার্থীর প্রবণতা, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের স্তর, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, নম্বর/গ্রেড প্রদান শিক্ষণের উদ্দেশ্য নিরূপণ, পরিমাপক অভীক্ষার যথার্থতা, বিশ্বস্ততা, উপযোগিতা নিরূপণ, শিখনের বিষয়বস্তুর প্রতি সুবিচার শিক্ষার্থীর শ্রেণী ও বয়স বিবেচনায় উপযোগিতা, প্রায়োগিক স্বাচ্ছন্দ্য, বস্তুনিষ্ঠতা।

| ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রায়োগিক ক্ষেত্র | চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রায়োগিক ক্ষেত্র | ধারাবাহিক ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের নির্ণায়কসমূহ |
|---|---|---|
| | | |

আপনার প্রদত্ত উত্তরের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য মূল শিখনীয় বিষয় দেখুন।

## পর্ব-ঘঃ নির্ণায়ক মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা পারদর্শিতার ক্ষেত্রে সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করতে যে ধরনের মূল্যায়ন ব্যবহৃত হয় তাকে নির্ণায়ক মূল্যায়ন বলা হয়। এই ধরনের মূল্যায়ন দ্বারা কোন একটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শক্তি ও সামর্থ্য, পছন্দ ও অপছন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য, সবলতা ও দুর্বলতা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি জানা যায়।

এই ধরনের মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর অর্জিত স্কোরের উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কারণ পারদর্শিতা অর্জন এর মূল বিবেচ্য নয় বরং পারদর্শিতা অর্জনের পথে শিক্ষার্থী যে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করে তার মান যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনোভাব যাচাই করাই এর মূল লক্ষ্য। সাধারণত বিশেষ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর আচরণ পরিমাপক অভীক্ষার মাধ্যমেই এই মূল্যায়ন করা হয়।

প্রিয় শিক্ষার্থী, এবার নির্ণায়ক মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক নিচে তথ্যছক আকারে লিখুন।

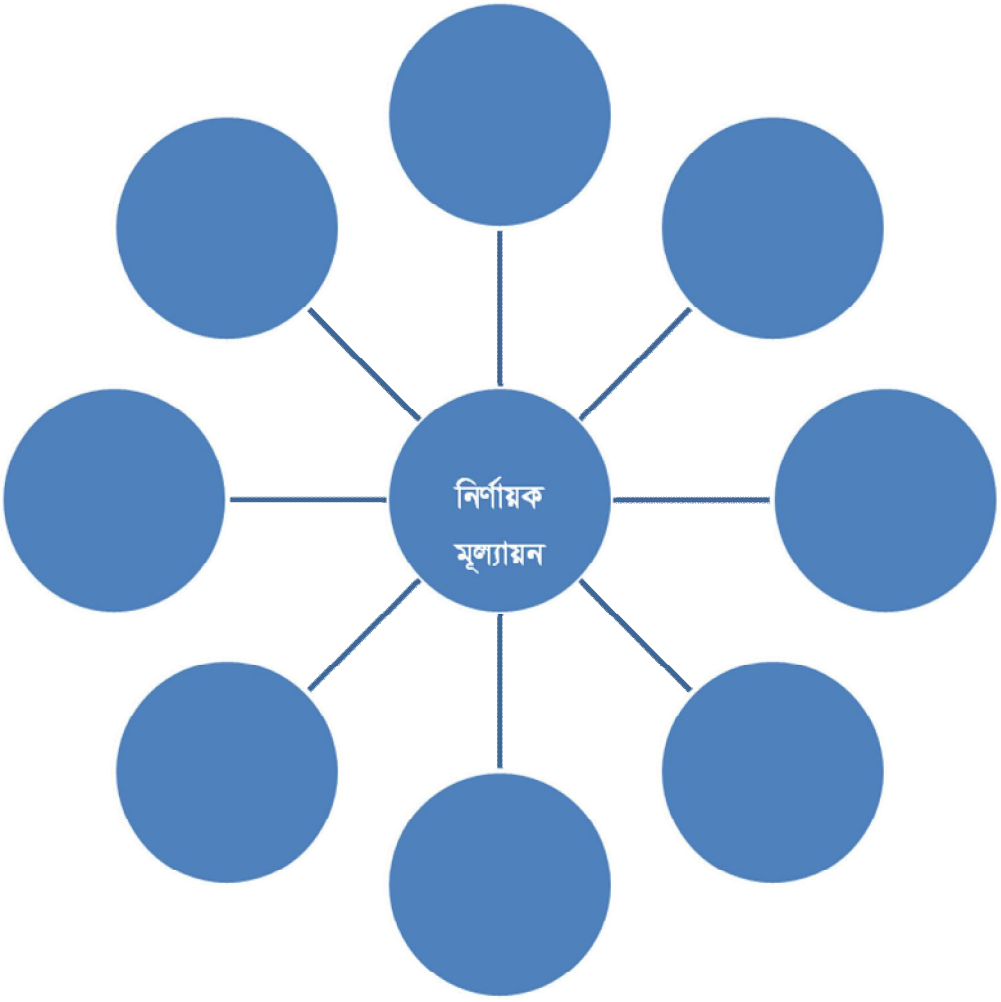

**ইউনিট ৪** **অধিবেশন ৬**

# মূল শিখনীয় বিষয়

## বাংলা শিখনের বিভিন্ন পর্যায়ে ধারাবাহিক, চূড়ান্ত ও নির্ণায়ক মূল্যায়ন

### মূল্যায়ন কী ও কেন?

- কোন কিছুর ওপর মূল্য আরোপ বা কোন কিছুর মূল্য বিচারই মূল্যায়ন।
- যে কোন শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- শিক্ষাব্যবস্থাকে গতিশীল ও উন্নতকরণে মূল্যায়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কি না তা মূল্যায়নের মাধ্যমেই বিচার করা হয়।
- ভাষাশিক্ষণ ও শিখনে মূল্যায়ন তথা শিক্ষার্থীর অগ্রগতি ও কৃতি যাচাই করার অন্যতম উপায় হচ্ছে অভীক্ষা।
- ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই শিখনের বিষয়বস্তু, শিক্ষণ-শিখন কৌশল নির্ধারণ করা হয়।
- ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষণ-শিখন ও মূল্যায়ন– এ তিনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিবিড়। নিচের চিত্রে তা দেখানো হল:

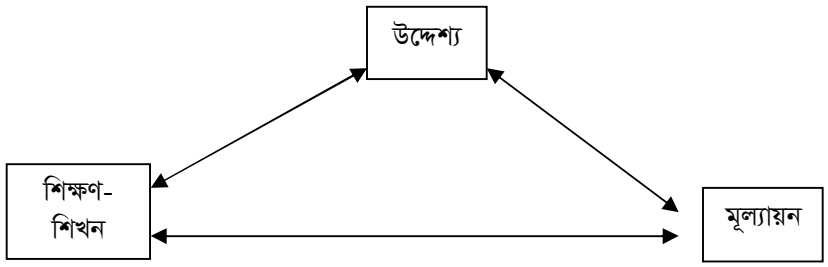


### ধারাবাহিক মূল্যায়ন:

- ধারাবাহিক মূল্যায়ন একটি চলমান ও অবিরত প্রক্রিয়া।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন হল কোন কোর্স বা প্রোগ্রাম চলাকালীন মূল্যায়ন বা চলমান মূল্যায়ন।

- শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে পরিবীক্ষণ বা তদারকি করা এবং পরিকল্পিত উপায়ে শিখন ঘটেছে কি না তা নির্ণয়ের জন্য এ ধরনের মূল্যায়ন পরিচালিত হয়।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিকল্পিত উপায়ে পরিচালিত হয়।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রধান ক্ষেত্র হল শ্রেণীকক্ষ।
- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ-শিখন কীভাবে ঘটছে, কতটুকু ঘটছে আর কতটুকু অসম্পূর্ণতা বা ঘাটতি থাকছে সে সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে ফিডব্যাক প্রদানের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিচালিত হয়।
- এই মূল্যায়ন বার বার ও ঘন ঘন করতে হয় বলে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ভীতি কমে যায়।

**চূড়ান্ত মূল্যায়ন :**

- শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি, সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের কার্যকারিতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এ মূল্যায়ন পরিচালিত হয়।
- এই ধরনের মূল্যায়ন অনমনীয় এবং প্রধানত আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়।
- কোন কোর্সের পূর্ণ মেয়াদান্তে মূল্যায়ন হল চূড়ান্ত মূল্যায়ন।
- এই মূল্যায়নের প্রধান কাজ হল শিক্ষার্থীদের সাফল্যের তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয় করা, শিক্ষার্থীকে তার সাফল্যের জন্য নম্বর, গ্রেড বা সার্টিফিকেট বা সনদপত্র প্রদান করা।
- এ মূল্যায়ন অবশ্যই কোর্স সমাপ্তির পর অনুষ্ঠিত হবে।

**মূল্যায়নের নির্ণায়ক** (Criteria):

শিক্ষণ-শিখন ও মূল্যায়ন পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। বস্তুত মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই শিক্ষণ-শিখনের অগ্রগতি ও কৃতিত্ব যাচাই করা হয়। এই মূল্যায়নের কাজটি কতকগুলো পূর্ব নির্ধারিত নির্ণায়ক বা ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়।

**যথার্থতা নিরূপণঃ** 'যথার্থতা নিরূপণ' শেখা ও শেখানোর যাবতীয় প্রচেষ্টার মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা পেয়ে থাকে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থতা নিরূপণের কয়েকটি বিশেষ দিক হলো -

- শুদ্ধতা – তথ্য প্রদান, শব্দাবলির ব্যবহার ও ব্যাকরণের প্রয়োগ নির্ভুল হতে হবে।
- উপযোগিতা – ভাষা ও রচনাশৈলী বিষয় উপযোগী হবে।
- প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য– অস্পষ্টতা, প্রসঙ্গচ্যুতি, অতিকথন ইত্যাদি বর্জিত হবে।
- ব্যাপকতা – বিষয়বস্তু থেকে ব্যাপক নমুনা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে।

বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপণের বিশেষ দিকগুলো হল–

- তুল্য-অভীক্ষা প্রণয়ন
- অংশ বিভাজন (অভীক্ষার দুটি অংশের মান নিরূপণ করা)

প্রায়োগিক উপযোগিতা নিশ্চিতকরণের বিশেষ দিকগুলো হল :

- নির্দেশাবলির স্বচ্ছতা ও সহজলভ্যতা,
- মান নিরূপণে স্বাচ্ছন্দ্য
- মান নিরূপণে নৈর্ব্যক্তিকতা।

শেখা ও শেখানো যাবতীয় মূল্যায়নে যথার্থতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রায়োগিক উপযোগিতা নিরূপণ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা লাভ করে থাকে। বিভিন্ন প্রকার মূল্যায়নের প্রায়োগিক ক্ষেত্র ও **নির্ণায়ক**সমূহ নিম্নরূপ।

| **ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রায়োগিক ক্ষেত্র** | **চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রায়োগিক ক্ষেত্র** | **ধারাবাহিক ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের নির্ণায়কসমূহ** |
|---|---|---|
| শিক্ষার্থীদের পাঠে অগ্রগতি ও কৃতি (achievment) , শিক্ষার্থীর প্রবণতা , শারীরিক ও মানসিক বিকাশের স্তর, দৃষ্টিভঙ্গি , মূল্যবোধ । | শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়, সনদপত্র প্রদান, নম্বর/গ্রেড প্রদান । | শিক্ষণের উদ্দেশ্য নিরূপণ; পরিমাপক অভীক্ষার যথার্থতা, বিশ্বস্ততা ও উপযোগিতা নিরূপণ; শিখনের বিষয়বস্তুর প্রতি সুবিচার; শিক্ষার্থীর শ্রেণী ও বয়স বিবেচনায় উপযোগিতা, প্রায়োগিক স্বাচ্ছন্দ, বস্তুনিষ্ঠতা প্রভৃতি । |

**নির্ণায়ক মূল্যায়ন (** Diagnostic Evaluation**):**

শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা পারদর্শিতার ক্ষেত্রে সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করতে যে ধরনের মূল্যায়ন ব্যবহৃত হয় তাকে নির্ণায়ক মূল্যায়ন বলা হয়। এই ধরনের মূল্যায়ন দ্বারা কোন একটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শক্তি ও সামর্থ্য, পছন্দ ও অপছন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য, সবলতা ও দুর্বলতা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি দিকসমূহ জানা যায়।

এই ধরনের মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর অর্জিত স্কোরের উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কারণ পারদর্শিতা অর্জন এর  মূল বিবেচ্য নয়, বরং পারদর্শিতা অর্জনের পথে শিক্ষার্থী যে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করে তার মান যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনোভাব যাচাই করাই এর মূল লক্ষ্য। সাধারণত বিশেষ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর আচরণ পরিমাপক অভীক্ষার মাধ্যমেই এই মূল্যায়ন করা হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রেক্ষিত বিবেচনা করেই ধারাবাহিক চূড়ান্ত ও নির্ণায়ক মূল্যায়ন প্রয়োগ করা হয়। যেমন, প্রাত্যহিক পাঠের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন, নির্দিষ্ট সময়ের অর্জন যাচাইয়ের জন্য চূড়ান্ত মূল্যায়ন এবং বিষয়ীর সবলতা দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা সমাধানের পথনির্দেশের জন্য নির্ণায়ক মূল্যায়ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

**ইউনিট ৪** **অধিবেশন ৭**

# ব্লুমের টেক্সোনমি অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ( নৈর্ব্যক্তিক, রচনামূলক, কাঠামোগত ও মৌখিক)

শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মাত্রা নিরূপণের প্রধান উপায় হচ্ছে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন। আর পরীক্ষা ও মূল্যায়নের সহায়ক হাতিয়ার হচ্ছে উত্তম প্রশ্নপত্র প্রণয়ন। উত্তম প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করাটা শ্রম ও মেধা সাপেক্ষ। এ ব্যপারে সংশ্লিষ্টজনদের উদাসিনতার কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে দীর্ঘদিন থেকেই গতানুগতিকতা লক্ষ করা যাচ্ছে। ফলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা পুস্তকসর্বস্ব, মুখস্তনির্ভর, শিক্ষককেন্দ্রিক ও পরীক্ষাশাসিত হয়ে পড়ছে। পরীক্ষায় পাশ করানো/করাটাই যেন শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের একমাত্র প্রত্যাশা ও প্রচেষ্টা হয়ে পড়ছে। দীর্ঘদিনের অব্যাহত এই অপপ্রচেষ্টার কারণে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সৃজনশীল ধারা থেকে ক্রমশ দূরে সরে আসছে।

এই গতানুগতিকতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পরীক্ষা নয় গুরুত্ব দিতে হবে মূল্যায়নের উপর। তাই শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, মননশীলতা ও চিন্তন ক্ষমতার সঠিক মূল্যায়নের উপায় উদ্ভাবন একান্ত জরুরি। এই লক্ষ্যে আমরা পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঞ্জামিন এস ব্লুম (Benjamin S Bloom) ও তার অনুসারীদের প্রচেষ্টায় প্রণীত শিক্ষার উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির (Blooms Texonomy) সহায়তা গ্রহণ করতে পারি। কারণ মূল্যায়ন সব সময়ই হয়ে থাকে উদ্দেশ্য কেন্দ্রিক। ব্লুমের টেক্সোনমি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জন যাচাইয়ের চেষ্টা চালালেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় সত্যিকারের ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

## উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- ব্লুমের টেক্সোনমি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের স্বরূপ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার রচনামূলক প্রশ্নের লিখন-কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কাঠামোগত/সৃজনশীল প্রশ্নের স্বরূপ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মৌখিক প্রশ্ন করার মূল উদ্দেশ্য শনাক্ত করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষা ও প্রশ্নের মান উন্নয়ন কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন।

## পর্বসমূহ
## পর্ব-কঃ বিভিন্ন প্রকার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

বেঞ্জামিন ব্লুম শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিখনের বিশেষ দিকগুলোকে তিনটি ক্ষেত্রে বা ভাগে ভাগ করেছেন। এ ক্ষেত্রগুলো হল- ১. জ্ঞানের ক্ষেত্র ২. ভাবাবেগের ক্ষেত্র ৩. মনোপেশীজ ক্ষেত্র।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে রয়েছে ছয়টি বিশেষ দিক : জ্ঞান (স্মরণ), অনুধাবন (বুঝতে পারা), প্রয়োগ (কাজে লাগানো), বিশ্লেষণ (তুলনা করা, কারণ দর্শানো, যুক্তি প্রয়োগ করা), সংশ্লেষণ (মর্ম গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উপসংহার) ও মূল্যায়ন (অর্জন যাচাই করা)। বিভিন্ন প্রকার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই সবকটি দিকের সমন্বয় সাধন করা আবশ্যক। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নও আবার বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন– শূন্যস্থান পূরণ (আবশ্যিক তথ্য উহ্য রাখা), সত্য-মিথ্যা নির্ণয় (প্রদত্ত উক্তি সত্য কি মিথ্যা তা নির্ধারণ), বহু নির্বাচনী (৪/৫ টি বিকল্প উত্তর থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করা), মিলকরণ (ডান পাশের তথ্যের সাথে বাম পাশের তথ্যের সম্পর্ক স্থাপন) প্রভৃতি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার উপরের অনুচ্ছেদটি বিবেচনায় রেখে নিচের তালিকার কোনটি কোন ধরনের (জ্ঞান/
অনুধাবন/প্রয়োগ/বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/মূল্যায়ন) প্রশ্ন তা উল্লেখ করুন এবং পাশে যুক্তি লিখুন।

| প্রশ্ন | প্রশ্নের ধরণ | পক্ষে যুক্তি |
|---|---|---|
| ১. কবি জীবনানন্দ দাশ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন ?<br>ক.---- খ.----- গ.----- ঘ. ------ | | |
| ২. নদীকে 'জলাঙ্গী' বলা হয়েছে কেন?<br>ক.---- খ.----- গ.----- ঘ. ------ | | |
| ৩. 'জলাঙ্গী' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ কী হবে?<br>ক.---- খ.----- গ.----- ঘ. ------ | | |
| ৪. 'জলাঙ্গী' শব্দটিকে স্বরসন্ধিজাত শব্দ বলার কারণ কী ?<br>ক.---- খ.----- গ.----- ঘ. ------ | | |
| ৫.'জলাঙ্গী' শব্দটি স্বরসন্ধির কোন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত ?<br>ক.---- খ.----- গ.----- ঘ. ------ | | |
| ৬. নতুন শব্দ সৃষ্টিতে সন্ধির মুখ্য ভূমিকা কোনটি ?<br>ক.---- খ.----- গ.----- ঘ. ------ | | |

আপনার উত্তরে ত্রুটি শনাক্তকরণ ও সংশোধনের জন্য মূল শিখনীয় বিষয়ের সংশ্লিষ্ট অংশ দেখে নিন। বিশেষ প্রয়োজনে টিউটোরিয়াল সেশনে বিষয় শিক্ষকের সাহায্য নিন।

## পর্ব-খ : রচনামূলক প্রশ্নের প্রকার ও লিখন-কৌশল

ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রচনাধর্মী প্রশ্ন বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান, শব্দভান্ডার, বাক্যগঠন-কৌশল, যুক্তি-নির্ভরতা, ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা ইত্যাদি দিক রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়।

কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রশ্নপ্রণেতার বিভিন্ন প্রকার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা। তারা সাধারণত বই থেকে মুখস্থ করে এসে রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। ফলে Suggestion, Note Book, Made Easy প্রভৃতি পুস্তকে যেমন বাজার ছেয়ে যায় তেমনি Tutorial Centre/Coaching Centre-এর সংখ্যাও বেড়ে যায়। তাছাড়া এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে মান অনুযায়ী নম্বর প্রদানের কাজটিও সমভাবে করা য়ায় না। একই রকম উত্তরে বিভিন্ন পরীক্ষক ভিন্ন ভিন্ন নম্বর দিয়ে থাকেন। তা সত্ত্বেও প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থায় রচনাধর্মী প্রশ্নের প্রধান্য লক্ষ করা যায়।

রচনামূলক প্রশ্ন বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন– সংজ্ঞা প্রদান, বর্ণনা দান, আলোচনা করা , তালিকা প্রণয়ন করা , সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করা , বিশ্লেষণ করা, ব্যাখ্যা করা প্রভৃতি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার ৯ম/১০ম শ্রেণীর বাংলা গদ্যাংশের 'ছুটি' গল্পটি অবলম্বনে উপরে বর্ণিত প্রত্যেক প্রকারের একটি করে রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়ন করুন। আপনার কাজের যথার্থতা নিরূপণের জন্য মূল শিখনীয় বিষয়ের সংশ্লিষ্ট অংশ দেখে নিন। বিশেষ প্রয়োজনে টিউটোরিয়াল সেশনে বিষয় শিক্ষকের সাহায্য নিন।

## পর্ব-গঃ কাঠামোবদ্ধ ও মৌখিক প্রশ্ন

কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান , অনুধাবন ক্ষমতা, প্রয়োগ ক্ষমতা এবং উচ্চতর চিন্তন ক্ষমতার মাত্রা যে সুনির্দিষ্ট কাঠামো-আশ্রিত প্রশ্নের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়, তাকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন বলে। প্রশ্নের কাঠামোতে সাধারণত নিম্নরূপ দিকসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

- শুরুতে কোন চিন্তনধর্মী অনুচ্ছেদ বা কোন সারণি বা কোন ছবি বা কোন দৃশ্যকল্প বা অন্য কোন উদ্দীপক ব্যবহৃত হয় - যা পরীক্ষার্থী পাঠককে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে।
- যদি চিন্তনধর্মী অনুচ্ছেদ শুরুতে ব্যবহৃত হয় - তবে তা শিক্ষার্থীর পূর্ব-পঠিত না হওয়া ভাল।
- কাঠামোতে এরকম ৩/৪ টি প্রশ্ন কাঠিন্যের ক্রমানুসারে সজ্জিত থাকবে যা দিয়ে একজন শিক্ষার্থীর দক্ষতার সবগুলো স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন ক্ষমতা, প্রয়োগ ক্ষমতা এবং উচ্চতর চিন্তন ক্ষমতা) যাচাই করা যায়।

- প্রশ্নসমূহ এমন হবে যাতে তার উত্তরে নম্বর প্রদানে নৈর্ব্যক্তিকতা নিশ্চিত হয় এবং অংশভিত্তিক নম্বর সুনির্দিষ্ট থাকে। যেমন- ১০ নম্বরের কোন প্রশ্ন হলে তাতে জ্ঞানমূলক অংশের জন্য ১, অনুধাবনমূলক অংশের জন্য ২, প্রয়োগমূলক অংশের জন্য ৩ এবং উচ্চতর চিন্তনমূলক অংশের জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ করা যেতে পারে।

**মৌখিক প্রশ্নঃ** শিক্ষার্থীর বাচনিক দক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি, যুক্তির প্রয়োগ, স্মৃতিশক্তি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা প্রভৃতির পরিমাপ করাই মৌখিক প্রশ্নের মূখ্য উদ্দেশ্য। তাই অত্যন্ত সুকৌশলে এ জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করা আবশ্যক। শ্রেণীকক্ষে বা শ্রেণীকক্ষের বাইরে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে এ ধরনের প্রশ্ন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রিয় শিক্ষার্থী, নিচে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের একটি নমুনা দেওয়া আছে। উপরের বক্তব্য বিবেচনায় রেখে আপনি এর আদর্শমান যাচাই করুন ও পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করুন।

**নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।**

'খপ কইরা মা ওলা বিবির একখানা হাত ধইরা দিলেন জোরে এক আছাড়। আছাড় খাইয়া একখানা পা ভাইঙ্গা গেল ওলা বিবির। আহা সব খোদার কুদরত। মকবুল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, একখানা পা দিয়া দুনিয়াডারে জ্বালাইয়া খাইতাছে বেটি। দুইপা থাইকলে তো দুনিয়াডারে একদিনে শেষ কইরা ফালাইত'।

ক. 'খপ কইরা মা ওলা বিবির একখানা হাত ধইরা দিলেন জোরে এক আছাড়' - কথাটি কে বলেছে? ১

খ. ওলা বিবি বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
২

গ. ওলা বিবির প্রতিরূপ আমাদের সমাজে কীভাবে বর্তমান? দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর।
৩

ঘ. এক পা এবং দুই পা প্রসঙ্গে মকবুলের উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।
৪

**মন্তব্য ও যুক্তিসমূহঃ**

**১.**

**২.**

**৩.**

**৪.**

**৫.**

## পর্ব-ঘঃ অভীক্ষা ও প্রশ্নের মানোন্নয়ন কৌশল

যে কোন অভীক্ষা ও প্রশ্নের মানোন্নয়নের জন্য প্রথমেই এর দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এ জন্য আমরা একই বিষয়ের উপর প্রণীত বিভিন্ন বৎসরের প্রশ্নপত্রের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি।

প্রিয় শিক্ষার্থী, আপনি যদি পূর্ববর্তী তিন বৎসরের এস এস সি পরীক্ষায় ব্যবহৃত বাংলা প্রথম পত্রের রচনামূলক প্রশ্ন পর্যালোচনা করেন তাহলে সেগুলোতে কিছু সাধারণ ত্রুটি লক্ষ করে থাকবেন। যেমন–

- মুখস্থনির্ভর প্রশ্ন (জ্ঞানমূলক প্রশ্নের আধিক্য)
- ব্লুমস্ ডোমেইন এর সকল শ্রেণীর প্রশ্নের অনুপস্থিতি
- রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার অভাব
- প্রশ্নের বিভিন্ন অংশে নম্বরের অনুল্লেখ
- পাঠ্য বিষয়বস্তু থেকে ব্যাপক নমুনার অভাব
- প্রশ্নে দ্ব্যর্থবোধক ভাষার ব্যবহার
- প্রশ্নের যথার্থতা নিয়ে সংশয়
- বিভিন্ন প্রকার রচনামূলক প্রশ্নের সমাবেশ না ঘটানো
- পুরো সিলেবাসকে বিবেচনায় না আনতে পারা

কিন্তু রচনামূলক প্রশ্ন বাদ দিয়ে তো ভাষা ও সাহিত্যের অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাই আমাদেরকে উপর্যুক্ত ত্রুটিসমূহ সংশোধনের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এবার আপনি গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখুন তো -কীভাবে আমরা ঐসব ত্রুটি দূর করতে পারি। আপনার চিন্তা পয়েন্ট আকারে খাতায় লিখুন। পরে আপনার কাজের যথার্থতা নিরূপণের জন্য মূল শিখনীয় বিষয়ের সংশ্লিষ্ট অংশ দেখে নিন। বিশেষ প্রয়োজনে টিউটোরিয়াল সেশনে বিষয় শিক্ষকের সাহায্য নিন।

**ইউনিট ৪** **অধিবেশন ৭**

# মূল শিখনীয় বিষয়
## ব্লুমের টেক্সোনমি অনুযায়ী বিভিন্ন রকম প্রশ্নপত্র প্রণয়ন
## (নৈর্ব্যক্তিক, রচনামূলক, কাঠামোগত এবং মৌখিক)

শিক্ষা মূল্যায়ন ও অভীক্ষা প্রণয়নে বেঞ্জামিন এস ব্লুম(Benjamins Bloom) এর প্রচেষ্টা তাৎপর্যমণ্ডিত। পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধেই তার নেতৃত্বে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে তিনটি প্রধান ডোমেইন বা স্তরে বিন্যস্ত করা হয়। এগুলো হল-

১. জ্ঞানমূলক (Cognitive Domain) ক্ষেত্র
২. অনুভূতিমূলক (Affective Domain) ক্ষেত্র
৩. মনোপেশীজ (Psychomotor Domain) ক্ষেত্র

প্রতিটি ডোমেইন বা ক্ষেত্রের আবার কতকগুলো উপ-বিভাগ রয়েছে। যেমন জ্ঞানমূলক ডোমেইনকে নিম্নবর্ণিত ৬টি প্রধান শ্রেণীতে সাজানো যায়-

- জ্ঞান (স্মরণ),
- অনুধাবন (বুঝতে পারা),
- প্রয়োগ (কাজে লাগানো),
- বিশ্লেষণ (তুলনা করা, কারণ দর্শানো, যুক্তি প্রয়োগ করা),
- সংশ্লেষণ (মর্ম গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উপসংহার) ও
- মূল্যায়ন (অর্জন যাচাই করা)।

নিম্নে এ সকল দিক বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন প্রকার নৈর্ব্যক্তিক, রচনামূলক, কাঠামোবদ্ধ এবং মৌখিক প্রশ্নের উদাহরণ প্রদত্ত হল।

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উদাহরণ-**

**ক. বহুনির্বাচনী (জ্ঞানমূলক) :**

জ্ঞান : প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশ । এই কবি জন্মগ্রহণ করেন-
ক.------ সালে, খ.------- সালে, গ.------- সালে, ঘ. -------- সালে,

অনুধাবন : 'জলাঙ্গী' নদীর সমার্থক শব্দ; কবিতায় নদীকে জলাঙ্গী বলার কারণ কোনটি ?
ক.--------- খ.---------- গ.---------- ঘ. ----------

প্রয়োগ : 'জলাঙ্গী' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ কী হবে ?
ক.---------- খ.---------- গ.--------- ঘ. ----------

বিশ্লেষণ : 'জলাঙ্গী' শব্দটিকে স্বরসন্ধিজাত শব্দ বলার পক্ষে যুক্তি কী ?
ক.---------- খ.---------- গ.---------- ঘ. ----------

সংশ্লেষণ : 'জলাঙ্গী' শব্দটি স্বরসন্ধির কোন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত ?
ক.---------- খ.---------- গ.---------- ঘ. ----------

মূল্যায়ন : বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ সৃষ্টিতে সন্ধির বহুবিধ ভূমিকা রয়েছে। তবে মখ্য ভূমিকাটি হচ্ছে-

ক.---------- খ.---------- গ.---------- ঘ. ----------

**খ. শূন্যস্থান পূরণ-**

নবান্ন গ্রাম বাংলার একটি ..... ।

জীবনানন্দ দাশ ..... সালে জন্মগ্রহণ করেন ।

**গ. মিলকরণ (দাগ টেনে মিলানো) :**

| | |
|---|---|
| জীবনানন্দ দাশ | সুদর্শন |
| মৃত্যু পরবর্তী জীবন | ভোর |
| নবান্ন | ১৮৯৯ |
| জলাঙ্গী | পুনর্জন্মবাদ |
| ধানসিঁড়ি | পায়েস |
| কাক | নদী |
| সন্ধ্যা | ঢেউ |

**ঘ. শুদ্ধ-অশুদ্ধ (শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় এবং অশুদ্ধ হলে শুদ্ধ করে লিখন) :**

- জীবনানন্দ দাশ ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।
- নবা + অন্ন = নবান্ন
- পুনর্জন্মবাদ খ্রিষ্টানদের ধর্মবিশ্বাস

## রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়নঃ

নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব এবং স্মৃতিনির্ভরতাই রচনামূলক প্রশ্নের বড় ধরনের দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত। অন্যদিকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রশ্নকর্তা রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়ন করতে গিয়ে ব্লুমের টেক্সোনমির শ্রেণীভাগকে গুরুত্বসহ বিচার করেন না। ফলে প্রশ্নপত্র হয়ে যায় গতানুগতিক। এ ধরনের প্রশ্নপত্রে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের সাথে জড়িত বহুমাত্রিক অগ্রগতি যাচাই করা যায় না। এসব দিকের প্রতি লক্ষ রেখেই নিচে উদাহরণসহ বিভিন্ন ধরনের রচনামূলক প্রশ্ন দেখানো হল।

| প্রশ্নের ধরন | লিখন কৌশল | উদাহরণ |
|---|---|---|
| **ক. সংজ্ঞামূলক** | সংক্ষিপ্ত পরিসরে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা লিখতে বলা। | ক্রিয়াপদের সংজ্ঞা লিখ / পদ কাকে বলে? |
| **খ. বর্ণনামূলক** | একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর বিবরণ দিতে বলা। | নদীর তীরে ফটিকের খেলার দৃশ্যটি বর্ণনা কর। ('ছুটি'- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) |

| | | |
|---|---|---|
| **গ. আলোচনামূলক** | শিক্ষার্থীর নিজস্ব চিন্তাশক্তি ও মৌলিকত্বের প্রয়োগে তথ্য ও যুক্তির সমন্বয়ে কোন বিষয়বস্তু তুলে ধরতে বলা। | 'ছুটি' গল্পটির শিরোনাম গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ- আলোচনা কর। |
| **ঘ. তালিকা প্রস্তুতকরণ** | সমজাতীয়তার ভিত্তিতে তথ্যকে তালিকাবদ্ধ করতে বলা। | অর্থ বিচারে শব্দকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়-উদাহরণসহ লিখ। |
| **ঙ. সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যমূলক** | দু'টি বিষয়ের তুলনামূলক সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করতে বলা। | 'প্রত্যুপকার' শীর্ষক রচনা অবলম্বনে উপকারী এবং প্রত্যুপকারীর সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত কর। |
| **চ. বিশ্লেষণমূলক** | কার্যকারণ সম্পর্কভিত্তিক যুক্তিসহ আলোচনা করতে বলা। | ব্যাখ্যা কর- ''মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'' |

**কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নঃ** কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, অনুধাবন ক্ষমতা, প্রয়োগ ক্ষমতা এবং উচ্চতর চিন্তন ক্ষমতার মাত্রা যে সুনির্দিষ্ট কাঠামো-আশ্রিত প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করা যায়, তাকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন বলে। প্রশ্নের কাঠামোতে সাধারণত নিম্নরূপ দিকসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

- শুরুতে কোন চিন্তনধর্মী অনুচ্ছেদ বা কোন সারণি বা কোন ছবি বা কোন দৃশ্যকল্প বা অন্য কোন উদ্দীপক ব্যবহৃত হয় - যা পরীক্ষার্থী পাঠককে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে।

- যদি চিন্তনধর্মী অনুচ্ছেদ শুরুতে ব্যবহৃত হয় - তবে তা শিক্ষার্থীর পূর্ব-পঠিত না হওয়া ভাল।

- কাঠামোতে এরকম ৩/৪ টি প্রশ্ন কাঠিন্যের ক্রমানুসারে সজ্জিত থাকবে যা দিয়ে একজন শিক্ষার্থীর দক্ষতার সবগুলো স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন ক্ষমতা, প্রয়োগ ক্ষমতা এবং উচ্চতর চিন্তন ক্ষমতা) যাচাই করা যায়।

- প্রশ্নসমূহ এমন হবে যাতে তার উত্তরে নম্বর প্রদানে নৈর্ব্যক্তিকতা নিশ্চিত হয় এবং অংশভিত্তিক নম্বর সুনির্দিষ্ট থাকে। যেমন ১০ নম্বরের কোন প্রশ্ন হলে তাতে জ্ঞানমূলক অংশের জন্য ১, অনুধাবনমূলক অংশের জন্য ২, প্রয়োগমূলক অংশের জন্য ৩ এবং উচ্চতর চিন্তনমূলক অংশের জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ করা যেতে পারে।

**মৌখিক প্রশ্নঃ** শিক্ষার্থীর বাচনিক দক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি, যুক্তির প্রয়োগ, স্মৃতিশক্তি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা প্রভৃতির পরিমাপ করাই মৌখিক প্রশ্নের মূখ্য উদ্দেশ্য। তাই অত্যন্ত সুকৌশলে এ জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করা আবশ্যক। শ্রেণীকক্ষে বা শ্রেণীকক্ষের বাইরে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে এ ধরনের প্রশ্ন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

## বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষা ও প্রশ্নের মান উন্নয়ন কৌশলঃ

১. মুখস্থনির্ভর উত্তর প্রদান যাতে সম্ভব না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে প্রশ্ন করা অর্থাৎ স্মৃতি নির্ভর প্রশ্ন না করা।

২. জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন প্রভৃতি সকল দিক থেকে প্রশ্ন করা- অর্থাৎ অভীক্ষা প্রণয়নে নিম্নবর্ণিত নির্দেশক ছক ব্যবহার করা-

**নির্দেশক ছক** (Specification Table/Grid)

| পাঠ / দক্ষতা | পাঠ-১ গদ্য | পাঠ-৪ গদ্য | পাঠ-৫ গদ্য | পাঠ-৭ গদ্য | পাঠ-১ পদ্য | পাঠ-৩ পদ্য | পাঠ-৪ পদ্য | পাঠ-৬ পদ্য | পাঠ-১ নাটক | পাঠ-২ নাটক | পাঠ-১ উপন্যাস | পাঠ-২ উপ-ন্যাস | মোট প্রশ্ন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জ্ঞান | | | ৩ | | | | | ৮ | | ৫ | | | ১২ |
| অনুধাবন | ৪ | | | ২ | | ৫ | ২ | | ৩ | | ২ | | ১৮ |
| প্রয়োগ | | ২ | | | | | ৫ | | ১ | | | ৩ | ১১ |
| উচ্চতর দক্ষতা | | ১ | ২ | | ৩ | | | | | ১ | ২ | | ৯ |
| মোট | ৪ | ৩ | ৫ | ২ | ৩ | ৫ | ৭ | ৪ | ৪ | ৬ | ৪ | ৩ | ৫০ |

**দ্রষ্টব্যঃ সংখ্যাগুলো দিয়ে প্রশ্নপত্রে কোন ধরনের প্রশ্ন কোন পাঠ থেকে কতটি নেওয়া হয়েছে তা বোঝানো হয়েছে।**

৩. রচনামূলক প্রশ্নপত্রে সংজ্ঞা প্রদান, বর্ণনা দান, আলোচনা, ঘটনা বর্ণনা/বিন্যাস, তালিকাকরণ, তুলনাকরণ, ব্যাখ্যা করা, বিশ্লেষণ করা, সমালোচনা করা, বিচারকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের যাতে যথাযথ সমন্বয় সাধিত হয়- সেদিকে খেয়াল রাখা।

৪. একটি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ থাকলে প্রতিটি অংশের মান/নম্বর নির্দিষ্ট করে দেওয়া।

৫. পাঠ্যসূচির সকল দিক থেকে প্রশ্ন নির্বাচন করা।

৬. সহজ, সরল ভাষায় সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করা। অর্থাৎ দ্ব্যর্থবোধক ভাষা পরিহার করে প্রশ্ন করা।

৭. প্রশ্নটি যাতে বিষয় ও বিষয়বস্তু পাঠদানের সুনির্দিষ্ট দক্ষতা ও উদ্দেশ্যভিত্তিক হয় তা খেয়াল রাখা।

৮. নির্ধারিত সময় বিবেচনায় রেখে প্রশ্নের পরিসর নির্বাচন করা।

৯. যথার্থতার দিক লক্ষ রেখে প্রশ্ন করা।

১০. বড় প্রশ্নের সংখ্যা কমিয়ে অধিক সংখ্যক ছোট প্রশ্ন করা।

**ইউনিট-৪** **অধিবেশন ৮**

# বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই: রেকর্ড সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের যে ব্যবস্থা চলে আসছে তাতে কেবল বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত লিখিত পরীক্ষার ফলাফলকেই প্রধান্য দেওয়া হচ্ছে এবং এর ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তাকে পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু লিখিত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর মুখস্থ বিদ্যার যোগ্যতাই কেবল প্রকাশ পায়, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন-সমস্যা সমাধান দক্ষতা, নিজস্ব চিন্তা ভাবনাকে মৌখিক ভাবে পরিষ্কার করে প্রকাশ করার দক্ষতা, যথার্থ আচার আচরণ এবং প্রত্যাশিত ব্যক্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ প্রভৃতি মূল্যায়নের সুযোগ থাকে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে একজন শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের সকল দিক ও মাত্রা নিরূপণের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই মাধ্যমিক স্তরে চালু করা হয়েছে। এর নাম বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন (School Based Assessment)। সংক্ষেপে একে বলে এস বি এ (SBA)।

## উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের পারদর্শিতা সংরক্ষণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

## পর্বসমূহ

## পর্ব-কঃ বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের স্বরূপ

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি নিরূপণের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া দ্বারা একজন শিক্ষার্থী সবগুলো শিখন-উদ্দেশ্য অর্জন করছে কি না তা নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী যাচাই করা হয়। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা আবশ্যক।

- শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত সকল শিখনফল যাচাই এবং যাচাই করার কাজে উৎসাহিত করাই হচ্ছে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই এর মূল লক্ষ্য।

- শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা, সমস্যা-সমাধান দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা, সহযোগিতামূলক শিখন দক্ষতা, ব্যক্তিক দক্ষতা ও সামাজিক দক্ষতা অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করা এর মূল প্রত্যয়।
- একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই অপরিহার্য । কারণ এতে শিক্ষার্থীর ফলাফল/ কৃতিত্বের মান নির্ধারণ একটি মাত্র চূড়ান্ত নম্বরের উপর নির্ভর না করে অনেকগুলো নম্বরের উপর নির্ভর করে। এতে গঠনকালীন মূল্যযাচাই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এবং ফলাবর্তন সম্ভব হয়।
- গঠনকালীন মূল্যযাচাই এর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল তা জেনে শিক্ষার্থীর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। শিক্ষকও জানতে পারেন তার শেখানো কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে এবং কীভাবে তা আরো উন্নত করা যায়।
- একটি পাঠ বা কতকগুলো পাঠের জন্য শিখনফল নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী পাঠদান শেষে শ্রেণী অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক জানতে পারেন শ্রেণীতে পড়ানোর ফলে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ শিখন হয়েছে কি না।
- বড় আকারের শ্রেণীতেও বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য কোন না কোনভাবে ছাত্রদের ব্যবহার করতে পারলে শিখনের কাজ সহজ হয়।

**সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ১০টি পরিমাপকের ভিত্তিতে** বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই করা হয়।

- ক্লাসে উপস্থিতি ও শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ
- মূল্যায়ন (শ্রেণীভিত্তিক)
- অ্যাসাইনমেন্ট (একক/দলভিত্তিক)
- আচরণ, মূল্যবোধ ও সততা
- বক্তব্য উপস্থাপন/একক ও দলভিত্তিক আলোচনা
- নেতৃত্বের গুণাবলি
- নিয়মানুবর্তিতা
- সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ
- খেলাধুলায় কৃতিত্ব
- বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাস

প্রিয় শিক্ষার্থী, এতক্ষণে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন মুখস্থ শিখনকে নিরুৎসাহিত করা ও অর্থপূর্ণ শিখন নিশ্চিত করাই বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য। তাহলে এবার আপনি গভীরভাবে চিন্তা করে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নটির উত্তর খাতায় লিখুন ও পরবর্তী টিউটোরিয়াল ক্লাসে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষকের সাথে মতবিনিময় করুন।

**প্রশ্নঃ SBA -এর মাধ্যমে কীভাবে অর্থপূর্ণ শিখন নিশ্চিত করা যায় এবং কেন?**

## পর্ব-খঃ বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের পারদর্শিতার রেকর্ড সংরক্ষণ

৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর এস বি এ -এর জন্য শিক্ষার্থীর কোর্সওয়াককে ৬ টি ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন-

- শ্রেণী অভীক্ষা
- শ্রেণীর কাজ ও ব্যবহারিক কাজ
- বাড়ির কাজ
- নির্ধারিত কাজ/অনুসন্ধানমূলক কাজ/অ্যাসাইনমেন্ট
- মৌখিক উপস্থাপনা
- দলীয় কাজ

উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রের নম্বর যোগ করে শিক্ষার্থীর কোর্স ওয়ার্কের নম্বর প্রদান করা হয় এবং শিক্ষক তা লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেন। সংরক্ষিত এই নম্বর বছর শেষে সমন্বিত করে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার রেকর্ড চূড়ান্ত করা হয়।

নিম্নে প্রতিটি ক্ষেত্রভিত্তিক নম্বর প্রদানের একটি করে নমুনা ছক সংযোজন করা হল। প্রিয় শিক্ষার্থী, প্রথমে ছকে উপস্থাপিত তথ্যসমূহের বিভিন্ন দিক মনোযোগ সহকারে পড়ুন। পরে ৬ষ্ঠ ছকটির (দলগত কাজ) নিচে সন্নিবেশিত প্রশ্নসমূহের উত্তর খাতায় লিখুন ও পরবর্তী টিউটোরিয়াল ক্লাসে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষকের সাথে মতবিনিময় করুন।

**শ্রেণী অভীক্ষা**

**(ছক-১)**

| শ্রেণী-অভীক্ষাসমূহ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শিক্ষার্থীর নাম | সাময়িক-১ | | | | সাময়িক-২ | | | | সাময়িক-৩ | | | |
| | অভীক্ষা ১ | অভীক্ষা ২ | মোট | এস বিএ | অভীক্ষা ১ | অভীক্ষা ২ | মোট | এসবিএ | অভীক্ষা ১ | অভীক্ষা ২ | মোট | এসবিএ |
| | ১০ | ১০ | ২০ | ৫ | ২০ | ১০ | ৩০ | ৫ | ২০ | ২০ | ৪০ | ৫ |
| রিমঝিম | ৭ | ৯ | ১৬ | ৪ | ১৮ | ৬ | ২৪ | ৪ | ১৪ | ১৪ | ২৮ | ৩.৫ |
| তাহমিনা | ৭ | ৫ | ১২ | ৩ | ১৬ | ১০ | ২৬ | ৪.৫ | ১৬ | ১৬ | ৩২ | ৪ |

কোর্সওয়ার্কের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীর শ্রেণী অভীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরটিতে দশমিক পাঁচ (০.৫) বা তার বেশি ভগ্নাংশ থাকলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যাটি লিপিবদ্ধ করতে হবে। কিন্তু ভগ্নাংশ দশমিক পাঁচ (০.৫) এর কম হলে পূর্ববর্তী পূর্ণ সংখ্যাটিই বিবেচনা করতে হবে।

**শ্রেণীর কাজ ও ব্যবহারিক কাজ (সাময়িক-১)** **(ছক-২)**

| শিক্ষার্থীর নাম | মূল্যায়ন নির্দেশিকা | | | | | | | | | | | | সম্মিলিত ফলাফল | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | বিষয়বস্তুর সঠিকতা | | | শিখনের ক্ষেত্রে সক্রিয় আগ্রহ | | | উপস্থাপন | | | স্বনির্ভরতা | | | সারসংক্ষেপ | | | পয়েন্ট | | | মোট | এস বিএ |
| | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩৬ | ৫ |
| আলম | √ | √√ | | √√ √ | | | √ √ | √ | | √√ | √ | | ৮ | ৪ | | ২৪ | ৮ | | ৩২ | ৫ |
| তাহমিনা | | √ | √√ | | √√ | √ | | | √√ √ | | | | - | ৩ | ৬ | - | ৬ | ৬ | ১২ | ১ |

৩=অতি উত্তম; ২=উত্তম; ১=ভাল

আলম অতি উত্তমে ৮টি এবং উত্তমে ৪টি টিক চিহ্ন (√) পেয়েছে।

এসবিএ-এর ক্ষেত্রে শ্রেণীর কাজের মূল্যায়ন বোঝানোর জন্য নিম্নের নির্দেশনা অনুসরণীয়:

৩০-৩৬ পয়েন্ট= ৫ নম্বর; ২৫-২৯ পয়েন্ট= ৪ নম্বর; ২০-২৪ পয়েন্ট=৩ নম্বর; ১৫-১৯ পয়েন্ট=২ নম্বর; ১২-১৪ পয়েন্ট=১ নম্বর।

যেখানে কোন বিষয়ে ব্যবহারিক কাজের দরকার হবে, সেখানে অবশ্যই প্রত্যেক শিক্ষার্থীও কাজ অন্তত এশবার মূল্যায়ন করবেন। ব্যবহারিক কাজটি শ্রেণীর কাজের মূল্যায়নের পরিবর্তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

**বাড়ির কাজ** **(ছক-৩)**

| শিক্ষার্থীর নাম | সাময়িক-১ | | | | সাময়িক-২ | | | | সাময়িক-৩ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | বাড়ির কাজ-১ | বাড়ির কাজ-২ | মোট | এসবিএ | বাড়ির কাজ-১ | বাড়ির কাজ-২ | মোট | এসবিএ | বাড়ির কাজ-১ | বাড়ির কাজ-২ | মোট | এস বিএ |
| | ১০ | ১০ | ২০ | ৫ | ২০ | ১০ | ৩০ | ৫ | ২০ | ২০ | ৪০ | ৫ |
| রূপকথা | ৮ | ৯ | ১৭ | ৪.২৫ | ১৮ | ৬ | ২৪ | ৪ | ১৪ | ১২ | ২৬ | ৩.২৫ |
| ফারুক | ৯ | ১০ | ১৯ | ৪.৭৫ | ১৬ | ৯ | ২৫ | ৪.২৫ | ১৬ | ১৮ | ৩৪ | ৪.২৫ |

**শিক্ষক নিম্নলিখিত চেকলিস্ট অনুসরণ করে মন্তব্যসহ শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।**

**নির্ধারিত কাজ (সাময়িক-১)**
**(ছক-৪)**

| শিক্ষার্থীর নাম | মূল্যায়ন নির্দেশিকা | | | | | | | | | | | | সম্মিলিত ফলাফল | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | প্রক্রিয়া অনুসরণ | | | ভাল অনুধাবন | | | একক ভাবে কাজ সম্পাদন | | | উপস্থাপন | | | সারসংক্ষেপ | | | পয়েন্ট | | | মোট | এসবিএ |
| | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ১২ | ৫ |
| আলম | √ | | | | √ | | | √ | | √ | | | ২ | ২ | | ৬ | ৪ | | ১০ | ৪ |
| তাহমিনা | | √ | | | | √ | | | √ | | | √ | - | ১ | ৩ | - | ২ | ৩ | ৫ | ২ |

৩=অতি উত্তম; ২=উত্তম; ১=ভাল

১১-১২ পয়েন্ট= ৫ নম্বর; ৯-১০ পয়েন্ট= ৪ নম্বর; ৭-৮ পয়েন্ট=৩ নম্বর; ৫-৬ পয়েন্ট=২ নম্বর; ৪ পয়েন্ট=১ নম্বর

**মৌখিক উপস্থাপন (সাময়িক-১)** **(ছক-৫)**

| শিক্ষার্থীর নাম | মূল্যায়ণ নির্দেশিকা | | | | | | | | | | | | সম্মিলিত ফলাফল | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | শোনা যায় | | | বোঝা যায়া | | | স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ | | | আত্মবিশ্বাস | | | সারসংক্ষেপ | | | পয়েন্ট | | | মো ট | এস বিএ |
| | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩৬ | ৫ |
| নুসরাত | √ | √ √ | | √√ √ | | | √ √ | √ | | √√ | √ | | ৮ | ৪ | | ২৪ | ৮ | | ৩২ | ৫ |
| তাহমিনা | | √ | √ √ | | √ √ | √ | | | √√ √ | | | √√√ | - | ৩ | ৯ | - | ৬ | ৯ | ১৫ | ২ |

৩=অতি উত্তম; ২=উত্তম; ১=ভাল

মৌখিক উপস্থাপনার মূল্যায়ন নিম্নলিখিত ভাবে বিদ্যালয়ভিত্তিক (এসবিএ) নম্বরে রূপান্তর করতে হবে:

৩০-৩৬ পয়েন্ট= ৫ নম্বর; ২৫-২৯ পয়েন্ট= ৪ নম্বর; ২০-২৪ পয়েন্ট=৩ নম্বর; ১৫-১৯ পয়েন্ট=২ নম্বর; ১২-১৪ পয়েন্ট=১ নম্বর।

৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণীতে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মৌখিক দক্ষতা প্রতি পর্বে কমপক্ষে ৩ বার মূল্যায়ন করবেন এবং মৌখিক দক্ষতার নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

**দলগত কাজ** **(ছক-৬)**

| শিক্ষার্থীর নাম | মূল্যায়ন নির্দেশিকা | | | | | | | | | | | | সম্মিলিত ফলাফল | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | বিষয়বস্তুর সঠিকতা | | | শিখনের ক্ষেত্রে সক্রিয় আগ্রহ | | | উপস্থাপন | | | স্বনির্ভরতা | | | সারসংক্ষেপ | | | পয়েন্ট | | | মোট | এ সি বএ |
| | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৩৬ | ৫ |
| দল-১ রিমঝিম | √<br>√<br>√ | | | √<br>√<br>√ | | | √ | √<br>√ | | | √√<br>√ | | ৭ | ৫ | | ২<br>১ | ১<br>০ | | ৩১ | ৫ |
| দল-২ রূপকথা | | √ | √<br>√ | | √ | √<br>√ | | | √<br>√<br>√ | | | √<br>√ | - | ৩ | ৯ | - | ৬ | ৯ | ১৫ | ২ |

৩=অতি উত্তম; ২=উত্তম; ১=ভাল

দলীয় কাজের মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়নে রূপান্তর:
৩০-৩৬ পয়েন্ট= ৫ নম্বর; ২৫-২৯ পয়েন্ট= ৪ নম্বর; ২০-২৪ পয়েন্ট=৩ নম্বর; ১৫-১৯ পয়েন্ট=২ নম্বর; ১২-১৪ পয়েন্ট=১ নম্বর। ৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণীতে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দলগতভাবে কাজ করার দক্ষতা প্রতি সাময়িকে কমপক্ষে ৩ বার মূল্যায়ন করে নম্বর প্রদান এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

## প্রশ্নসমূহঃ

- শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ, শিখন-শেখানোর অগগতি ও কৃতির কোন কোন দিকের রেকর্ড এসবিএ-তে সংরক্ষণ করা হয় ?
- শ্রেণীর কাজে মূল্যায়ন নির্দেশনাগুলো কী হবে ?
- শ্রেণী-অভীক্ষার রেকর্ড কীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে ?
- নির্ধারিত কাজের মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নে কীভাবে সমন্বিত হবে ?
- দলগত কাজে সম্মিলিত ফলাফল কীভাবে প্রণয়ন করতে হবে ?

## পর্ব-গঃ বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন

এস বি এ বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিদ্যালয়সমূহ সারা বছরে দুটি সাময়িক পরীক্ষা ও একটি বার্ষিক পরীক্ষার আয়োজন করে। এই সকল পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি অভিভাবকদের অবহিত করা হয়। অবহিতকরণের এই কাজে একটি বিশেষ প্রতিবেদন কাঠামো ব্যবহার করা হয়। নিম্নে এ ধরনের একটি প্রতিবেদন কাঠামো প্রদত্ত হল।

প্রিয় শিক্ষার্থী, কাঠামোটি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে এর নিচে সন্নিবেশিত প্রশ্নসমূহের উত্তর নিজ নিজ খাতায় লিখুন।

## শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের বার্ষিক প্রতিবেদন (নমুনা কাঠামো)

স্কুলের নাম .....

শিক্ষার্থীর নাম ..... শ্রেণী ..... শাখা.....

| | সাময়িক-১ | | | সাময়িক-২ | | | সাময়িক-৩ | | | মোট | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পরীক্ষা (৭০%) | কোর্স-ওয়ার্ক (৩০%) | মোট নম্বর | পরীক্ষা (৭০%) | কোর্স-ওয়ার্ক (৩০%) | মোট নম্বর | পরীক্ষা (৭০% | কোর্স-ওয়ার্ক (৩০%) | মোট নম্বর | মোট পরীক্ষা নম্বর (২১০) | কোর্স-ওয়ার্ক (৯০) | মোট নম্বর-৩০০ |
| **১০০ নম্বরের বিষয়** | | | | | | | | | | | | |
| ইংরেজি ১ম পত্র | | | | | | | | | | | | |
| ইংরেজি ২য় পত্র | | | | | | | | | | | | |
| বাংলা ১ম পত্র | | | | | | | | | | | | |
| বাংলা ২য় পত্র | | | | | | | | | | | | |
| গণিত | | | | | | | | | | | | |
| সাধারণ বিজ্ঞান | | | | | | | | | | | | |
| সামাজিক বিজ্ঞান | | | | | | | | | | | | |
| ধর্ম শিক্ষা | | | | | | | | | | | | |
| গার্হস্থ্য অর্থনীতি | | | | | | | | | | | | |
| **৫০ নম্বরের বিষয়** | | | | | | | | | | | | |
| শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য | | | | | | | | | | | | |
| চারু ও কারুকলা | | | | | | | | | | | | |
| মোট | | | | | | | | | | | | |

দ্রষ্টব্য: পাশ নম্বর ৩৩%

**শিক্ষার্থীদের আচরণ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সাময়িক-১ অতি উত্তম | উত্তম | ভাল | অগ্রগতি প্রয়োজন | সন্তোষজনক নয় |
| সাময়িক-২ অতি উত্তম | উত্তম | ভাল | অগ্রগতি প্রয়োজন | সন্তোষজনক নয় |
| সাময়িক-৩ অতি উত্তম | উত্তম | ভাল | অগ্রগতি প্রয়োজন | সন্তোষজনক নয় |

**ব্যক্তিগত এবং সামাজিক মূল্যবোধঃ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সাময়িক-১ অতি উত্তম | উত্তম | ভাল | অগ্রগতি প্রয়োজন | সন্তোষজনক নয় |
| সাময়িক-২ অতি উত্তম | উত্তম | ভাল | অগ্রগতি প্রয়োজন | সন্তোষজনক নয় |
| সাময়িক-৩ অতি উত্তম | উত্তম | ভাল | অগ্রগতি প্রয়োজন | সন্তোষজনক নয় |

**শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি** দিনের সংখ্যা/মোট

একাডেমিক কার্যদিবস সাময়িক-১..... সাময়িক-২..... সাময়িক-৩.....

বছরের মোট অনুপস্থিত দিন .....

**শিক্ষা আনুসঙ্গিক বা সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ** সাময়িক-১..... সাময়িক-২..... সাময়িক-৩.....

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান .....** | | সাময়িক-১ | সাময়িক-২ | সাময়িক-৩ |
| **বয়স্কাউটস এবং গার্ল গাইড .....** | শ্রেণীশিক্ষকের স্বাক্ষর | | | |
| **খেলাধুলা এবং ক্রীড়ানুষ্ঠান .....** | প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর | | | |
| | অভিভাবকের স্বাক্ষর | | | |

## প্রশ্নসমূহঃ

- শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের বার্ষিক প্রতিবেদন ছকে কতটি ‘কলাম’ ও কতটি সারি দেখানো হয়েছে?
- প্রতিটি বিষয়ে কত নম্বরের পরীক্ষা এবং কত নম্বর কোর্সওয়ার্কের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে?
- কোর্সওয়ার্কের আওতাভুক্ত কী কী বিষয় রয়েছে?
- প্রতিবেদন ছকে উল্লেখিত বিভিন্ন দিকের বিবরণ দিন।
- প্রতিবেদন ছকের কাঠামোতে/আলাদ শীটে আর কী কী তথ্য সংযুক্ত করলে আরো ভাল হত?

**ইউনিট ৪** **অধিবেশন ৮**

# মূল শিখনীয় বিষয়

## বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই : রেকর্ড সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি নিরূপণের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া দ্বারা একজন শিক্ষার্থী সবগুলো শিখন-উদ্দেশ্য অর্জন করছে কি না তা নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী যাচাই করা হয়। বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাইয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচ্য।

- শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত সকল শিখনফল যাচাই এবং যাচাই করার কাজে উৎসাহিত করাই হচ্ছে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই এর মূল লক্ষ্য।
- শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা, সমস্যা-সমাধান দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা, সহযোগিতামূলক শিখন দক্ষতা, ব্যক্তিক দক্ষতা ও সামাজিক দক্ষতা অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করা এর মূল প্রত্যয়।
- একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই অপরিহার্য। কারণ এতে শিক্ষার্থীর ফলাফল/ কৃতিত্বের মান নির্ধারণ একটি মাত্র চূড়ান্ত নম্বরের উপর নির্ভর না করে অনেকগুলো নম্বরের উপর নির্ভর করে। এতে গঠনকালীন মূল্যযাচাই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এবং আবশ্যক ফলাবর্তন দেওয়া সম্ভব হয়।
- গঠনকালীন মূল্যযাচাই এর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল তা জেনে শিক্ষার্থীর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। শিক্ষকও জানতে পারেন তার শেখানো কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে এবং কীভাবে এর উন্নতি করা যায়।
- একটি পাঠ বা কতকগুলো পাঠের জন্য শিখনফল নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী পাঠদান শেষে শ্রেণী অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক জানতে পারেন শ্রেণীতে পড়ানোর ফলে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ শিখন হয়েছে কি না।
- বড় আকারের শ্রেণীতেও বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য কোন না কোন ভাবে ছাত্রদের ব্যবহার করতে পারলে শিখনের কাজ সহজ হয়।

সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ১০টি পরিমাপকের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই করা হয়।

- ক্লাস উপস্থিতি ও শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ
- মূল্যায়ন (শ্রেণীভিত্তিক)

- অ্যাসাইনমেন্ট (একক/দলভিত্তিক)
- আচরণ, মূল্যবোধ ও সততা
- বক্তব্য উপস্থাপন/একক ও দলভিত্তিক আলোচনা
- নেতৃত্বের গুণাবলী
- নিয়মানুবর্তিতা
- সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ
- খেলাধুলায় কৃতিত্ব
- বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাস

এসবিএ-এর আওতায় প্রতিটি বিষয়ে প্রতি সেমিস্টারে উপরোক্ত ১০টি পরিমাপকের (Criteria) ভিত্তিতে শতকরা ৩০ ভাগ নম্বরে মূল্যায়ন করা হয়। বাকি শতকরা ৭০ ভাগ নম্বরে মূল্যায়ন করা হয় সেমিস্টারভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। চূড়ান্ত ফলাফল এসবিএ ও সেমিস্টারভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর একত্র করে তৈরি হয়।

শিক্ষার্থীদের সার্বিক মূল্যায়নে শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপুর্ণ এবং তা এসবিএ-এর মাধ্যমে সম্ভব। কারণ শিক্ষার্থী কী লেখে, কী করে, কী তৈরি করে, কী বলে- এই চারটি দিকই এর মাধ্যমে জানা যায়।

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই এর অন্তর্ভুক্ত ছয়টি দক্ষতার উপদক্ষতাসমূহ নিম্নরূপ–

**চিন্তন দক্ষতা :**

ক. নিম্নস্তরের চিন্তন----------

- স্মৃতি থেকে তথ্য স্মরণ করা
- অনুধাবন করা/অন্যকে বুঝাতে পারা
- প্রয়োগ
- অনুধাবনকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা।

খ. উচ্চতর স্তরের চিন্তন----------

- বিশ্লেষণ
- সংশ্লেষণ

- যুক্তি উপস্থাপন
- মূল্যায়ন/সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

**সমস্যা সমাধান দক্ষতা (এসাইনমেন্ট, ব্যবহারিক ক্লাস):**

কোন কাজের প্রক্রিয়াকরণ করা

নিজে অথবা শিক্ষকের সহায়তায় সমস্যা চিহ্নিত করতে পারা

কাজ সম্পাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ/পর্যায় অনুসরণ করতে পারা। যেমন–সমস্যা চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পূর্বানুমান, উপাত্ত সংগ্রহ , উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ , উপাত্ত বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া , প্রতিবেদন তৈরি ইত্যাদি।

**ব্যক্তিক দক্ষতা: (ক্লাসে উপস্থিতি ও শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ, আচরণ, সততা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি):**

- উদ্যোগ
- স্বকীয়তা
- অধ্যবসায়/কাজে লেগে থাকা
- সৃজনশীলতা
- নিরাপদে কাজ করার অনুশীলন
- সততা
- দৃষ্টিভঙ্গি (কোন কিছু করার ইচ্ছা)

**যোগাযোগ দক্ষতা**

- মৌখিক যোগাযোগ
- লিখিত যোগাযোগ

মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতার মান যাচাইয়ে Criteria হতে পারে- বক্তব্য উপস্থাপন/একক ও দলভিত্তিক আলোচনা। এর লক্ষণীয় দিকসমূহ নিম্নরূপ-

- বক্তব্যের স্পষ্টতা
- শ্রবণযোগ্যতা
- বক্তব্যে আত্মবিশ্বাস
- যথাযথ শব্দ ব্যবহার
- প্রকাশভঙ্গি

লিখিত যোগাযোগ দক্ষতার মান যাচাইয়ে Criteria হতে পারে- অ্যাসাইনমেন্ট ও ব্যবহারিক ক্লাস। এর লক্ষণীয় দিকসমূহ নিম্নরূপ-

- সৃজনশীলতা/ধারণা সংগঠিত করা
- সংগঠন/বিন্যাস
- যৌক্তিক পুনরাবৃত্তি
- অনুচ্ছেদের ব্যবহার/বাক্য গঠন
- প্রধান প্রধান দিকের প্রতি গুরুত্বারোপ
- স্পষ্টতা/বোধগম্যতা
- উপস্থাপন
- পরিবেশন (দৃষ্টিশোভনতা)
- শিরোনাম/উপ-শিরোনাম ব্যবহার
- বিষয়ানুগ বিশেষ শব্দাবলি/ পারিভাষিক শব্দ (Terminology)
- শুদ্ধ বানান

**সহযোগিতামূলক শিখন দক্ষতা:** দলীয় কাজের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক শিখনের মান যাচাইয়ে Criteria হতে পারে-

- একে অপরকে সহযোগিতা করা
- মিলে মিশে কাজ করা
- দলের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করা
- দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা
- দলীয় কাজে নেতৃত্ব প্রদান, নেতৃত্বের গুণাবলি
- দলের সকল সদস্যের কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- কাজের অগ্রগতিতে নেতৃত্ব প্রদান
- কোন বিষয়ে অন্যদের রাজি করানো
- দলের সকল সদস্য কাজ করছে কি না তা দেখা।

**ব্যক্তিক দক্ষতা:** শিখনের মান যাচাইয়ে Criteria হতে পারে শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধ। যার বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে –

- সিদ্ধান্ত গ্রহণে নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন
- সিদ্ধান্তের সঠিকতা দেখার চেয়ে সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা দেখার প্রতি গুরুত্বারোপ
- যৌক্তিকতা উপস্থাপনে প্রতিবেদনে বেশি সংখ্যক ইস্যু বিবেচনায় আনা।

**সামাজিক দক্ষতা:** সামাজিক মূল্যবোধের মান যাচাইয়ে Criteria হতে পারে :

- সদাচরণ
- অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
- চলতি ঘটনার ওপর মতামত
- অন্যের অধিকার/সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
- পরিচ্ছন্নতা

উপর্যুক্ত দক্ষতাসমূহের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ভিত্তিক মানযাচাইয়ে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম ব্যবহৃত হয়ে থাকে-

- শ্রেণী অভীক্ষা
- শ্রেণীর কাজ ও ব্যবহারিক কাজ
- বাড়ির কাজ
- নির্ধারিত কাজ/অনুসন্ধানমূলক কাজ/অ্যাসাইনমেন্ট
- মৌখিক উপস্থাপনা
- দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীর শিখন হল কি না- তা বোঝা যায় শিখনফল কতটুকু অর্জিত হল তা নির্ণয়ের মাধ্যমে। শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে কার্যক্রম সম্পাদন করতে হয়। আর তার সম্পাদিত কার্যক্রমের মান পরিমাপ করা কেবল এসবিএ-এর মাধ্যমেই সম্ভব।